বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.probashi.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৪

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.probashi.gov.bd

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

নির্দেশনায়: খন্দকার মোঃ ইফতেখার হায়দার, সচিব

সম্পাদনায়: প্রকাশনা সম্পাদনা কমিটির সদস্যবৃন্দ		
(১)	জনাব মোঃ হজরত আলী অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
(২)	জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম যুগ্মসচিব (কর্মসংস্থান), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩)	জনাব মোঃ আবদুর রউফ যুগ্মসচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪)	জনাব নারায়ণ চন্দ্র বর্মা যুগ্মসচিব (প্রশিক্ষণ), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫)	জনাব মোঃ আকরাম হোসেন যুগ্মসচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬)	জনাব মোহাম্মদ আজহারুল হক যুগ্মসচিব (মিশন ও কল্যাণ), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৭)	সৈয়দা শাহানা বারী যুগ্মসচিব (সংস্থা), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৮)	জনাব মোঃ আব্দুল হান্নান ব্যবস্থাপনা পরিচালক (যুগ্মসচিব), বোয়েসেল	সদস্য
(৯)	জনাব গাজী মোহাম্মদ জুলহাস উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	সদস্য
(১০)	জনাব মোঃ মতিয়র রহমান উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (যুগ্মসচিব), ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড	সদস্য
(১১)	জনাব সহিদুল ইসলাম অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), বিএমইটি	সদস্য
(১২)	জনাব সুশান্ত কুমার সরকার উপসচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব
পরিমার্জন কমিটি		
১।	মোঃ বদরুল আরেফীন, উপসচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
২।	রাহনুমা সালাম খান, সি: সহ: প্রধান, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩।	বেগম শারমিনা নাসরিন, সি: সহ: সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন :
প্রকাশনায়: সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা, প্রশাসন ও বাজেট অনুবিভাগ
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল :
জ্যৈষ্ঠ ১৪২১ বঙ্গাব্দ
জুন ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ

মন্ত্রী

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

বাণী

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাতকে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা 'থ্রাস্ট সেক্টর' হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এ খাতের গুরুত্ব অপরিসীম বিবেচনায় বিদ্যমান শ্রমবাজার সংরক্ষণের পাশাপাশি নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ২০০৯ সালে বর্তমান সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের আগে বিগত ৪ দলীয় জোট সরকারের সময় জনশক্তি প্রেরণ খাতে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য, সীমাহীন দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মী প্রেরণে জটিলতা সৃষ্টি হয় এবং কয়েকটি শ্রমবাজার প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর এ সব বন্ধ শ্রমবাজার উন্মুক্তকরণের জন্য নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র দূরদর্শী দিক-নির্দেশনা এবং সফল শ্রম কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে ৪ দলীয় জোট সরকারের সময়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া শ্রমবাজারগুলো পুনরায় চালু হয়। অতীতের যে কোন সরকারের সময়ের তুলনায় বর্তমান সরকারের আমলে বৈদেশিক শ্রমবাজার অনুসন্ধান ও সম্প্রসারণ, বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং রেমিটেন্স প্রবাহে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। অভিবাসী কর্মীদের হয়রানী রোধ, কর্মক্ষম জনশক্তিকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান, নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন এবং নিরাপদ অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য এ মন্ত্রণালয় নানামুখী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অভিবাসন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিদেশে কর্মী প্রেরণ প্রক্রিয়ায় মধ্যস্বত্বভোগী বা দালালদের দৌরাত্ম্য হ্রাসের লক্ষ্যে অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে পর্যায়ক্রমে ডিজিটাইজড করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে অভাবনীয় সফলতা অর্জিত হয়েছে। বিদেশগামী কর্মীদের বাধ্যতামূলক অন-লাইন রেজিস্ট্রেশন, ডাটাবেজ নেটওয়ার্ক স্থাপন, ডাটা ব্যাংক থেকে কর্মী প্রেরণ, ভিসা যাচাই, প্রতারিত কর্মীদের অনলাইনে অভিযোগ দাখিল, ফিঙ্গার প্রিন্ট সম্বলিত স্মার্ট কার্ড প্রদান ইত্যাদি সুবিধা সৃষ্টি করে অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে আরো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করা হয়েছে।

বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সুযোগ্য উত্তরসূরী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অভিবাসী বাংলাদেশিদের প্রত্যাশা পূরণ এবং দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আগামী দিনগুলোতে অর্পিত দায়িত্ব সফলতার সাথে পালন করবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এম,পি

সচিব

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

বাণী

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তাদের বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে প্রায় ৯২ লক্ষাধিক বাংলাদেশী কর্মী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের পূর্বমুখী নীতির কারণে মধ্যপ্রাচ্য ছাড়াও থাইল্যান্ড, জাপান, হংকংসহ বিশ্বের ১৬০টি দেশে কর্মী প্রেরণ সম্ভব হয়েছে। ২০১৪ সালে বিদেশে প্রেরিত কর্মীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ২৫ হাজার ৬৮৪ জন এবং আহরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ১৪.৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা জাতীয় অর্থনীতিতে জিডিপির শতকরা ১১ ভাগের অধিক। এছাড়া নারী কর্মী প্রেরণেও মন্ত্রণালয় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। গত বছর নারী কর্মী প্রেরণের মোট সংখ্যা ছিল ৭৬ হাজার ৭ জন, যা মোট কর্মী গমনের ১৭.৮৫%। বিদেশে প্রেরিত কর্মী ৪.০১% হারে এবং আহরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ৭.৮৮% হারে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বিদেশে অদক্ষ কর্মীর চেয়ে দক্ষ কর্মীর চাহিদা ও বেতন অধিক হওয়ায় কারিগরী প্রশিক্ষণের ওপর বর্তমান সরকার অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেছে যাতে শ্রম বাজার ধরে রাখা এবং রেমিট্যান্সের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।

অভিবাসন ব্যয় হ্রাসসহ অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, উন্নয়নের ধারায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকহারে অংশগ্রহণ ও বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা মন্ত্রণালয়ের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ, প্রবাসী বাংলাদেশীদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং নিরাপদ অভিবাসনের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ভিত্তিতে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার অভীষ্ট লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এ বিষয়গুলিই বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-এ স্থান পেয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৪ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সম্পাদনা ও পরিমার্জন কমিটির সকল সদস্যকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

খন্দকার মোঃ ইফতেখার হায়দার

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

বাণী

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে আমি আনন্দিত।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে, বিশেষতঃ, বর্তমান সরকারের সময়কালে, উত্তরোত্তর সফলতা অর্জন করছে। বিদেশে শ্রমবাজার অনুসন্ধান, নতুন নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টি, শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী তৈরি করে বিদেশে প্রেরণ করে তাদের বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ নিশ্চিত করা এ মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ। এ মন্ত্রণালয়ের প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারী দেশের সাধারণ মানুষের, বিশেষতঃ অভিবাসী জনগোষ্ঠীর সেবায় সর্বদা ব্যস্ত থাকে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা এবং বিদেশে ২৮ টি শ্রম উইং এর মাধ্যমে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি এর নেতৃত্বে এ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজড করায় বিদেশে কর্মী প্রেরণ প্রক্রিয়ায় মধ্যস্বত্বভোগী দালালদের দৌরাত্ম্য হ্রাস ও অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় অধিকতর শৃঙ্খলা, গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়ন করা সম্ভব হয়েছে, এবং অভিবাসন ব্যয় ব্যাপক হারে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৪ প্রণয়নের এ শ্রমসাধ্য কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ হজরত আলী

উপসচিব

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

মুখবন্ধ

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত দায়িত্ব অনুসারে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও নতুন নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টি, প্রবাসীদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, দেশে-বিদেশে শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রবাসীদের মাধ্যমে অর্জিত রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সময়ে বাস্তবসম্মত বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করছে। এ মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ ৪টি সংস্থা জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল), প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এবং বিদেশে এ মন্ত্রণালয়ের ২৮টি শ্রম উইং এর মাধ্যমে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

দেশের অর্থনীতির ভিতকে মজবুত করার ক্ষেত্রে এখাতের উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। এ জন্য বর্তমান সরকার দেশের শ্রম শক্তিকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করে দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তুলে কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে প্রেরণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। একই সাথে বিদেশে শ্রমবাজার সম্প্রসারণের জন্যও কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য রোধে জনসচেতনা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং টাস্কফোর্সের কার্যক্রম পরিচালনা করে অবৈধ অভিবাসন প্রতিরোধসহ অবৈধ অভিবাসনের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গকে চিহ্নিত করে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এর আওতায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নারী কর্মীদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া অভিবাসন ব্যয় হ্রাস, অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাইজেশন এবং অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ খাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিবেদিতভাবে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং কাজ করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, এ মন্ত্রণালয় বিদ্যমান ৪টি বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজী, ৪৩টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ মোট ৪৭টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৪৮টি কর্মসংস্থান উপযোগী ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। আরো ২টি নির্মাণাধীন ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এবং ২১টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডিসেম্বর, ২০১৫ এর মধ্যে পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন হবে। এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় উপজেলা পর্যায়ে ৪৩৯ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে ২০১৩ সালে ৯০ হাজার ৫৪৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নির্মাণাধীন ২৬ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু হলে প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বছরে ১ লক্ষ ৫০ হাজারে উন্নীত হবে। উল্লেখ্য, উপজেলা পর্যায়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বছরে প্রায় ৬ লক্ষে উন্নীত হবে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে বিদেশে অদক্ষ ও স্বল্প দক্ষ কর্মীর স্থলে কর্মী গ্রহণকারী দেশসমূহের চাহিদা অনুসারে দক্ষ কর্মী প্রেরণ করা সম্ভব হবে। এতে দেশের বেকারত্ব নিরসন করা সম্ভব হবে, রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভিত মজবুত হবে।

বর্তমান সরকারের আমলে বিদেশগামী কর্মীদের বাধ্যতামূলক অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, ফিঙ্গার প্রিন্ট সম্বলিত স্মার্ট কার্ড প্রদান, অনলাইনে ভিসা যাচাই, প্রতারিত কর্মীদের অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের সুবিধা প্রদান করে অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজড করার মাধ্যমে একে আরো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করা হয়েছে। অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজেশন করার মাধ্যমে ডাটাবেজ নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে এবং ডাটা ব্যাংক হতে কর্মী নিয়োগ আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক করা

হয়েছে। বর্তমানে ডাটাবেজে প্রায় ২২ লক্ষ বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীকে প্রায় ৪৮টি স্কিল ক্যাটাগরির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়াও স্মার্ট কার্ডে ৩২ কেবি মেমোরি চিপস এর মাধ্যমে অভিবাসী কর্মীর সকল তথ্য সংরক্ষিত রাখা হচ্ছে। অন-লাইন রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে কর্মী নির্বাচন পদ্ধতি চালু করার মাধ্যমে ভিসার সঠিকতা যাচাই ও অভিযোগ দাখিলের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এর ফলে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত হচ্ছে এবং বাংলাদেশে অঞ্চলভিত্তিক সমতার ভিত্তিতে বিদেশ প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজড করায় বিদেশে কর্মী প্রেরণ প্রক্রিয়ায় মধ্যস্বত্বভোগী দালালদের দৌরাত্ম্য হ্রাস এবং পূর্বের তুলনায় অধিকতর গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়ন করা সম্ভব হয়েছে এবং অভিবাসন ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন মহোদয়ের সুচিন্তিত পরিকল্পনা, সুদক্ষ দিক নির্দেশনা ও সুযোগ্য নেতৃত্বের ফলে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমে দৃশ্যমান গতিশীলতার সঞ্চার হয়েছে।

এ বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রস্তুতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য সাধুবাদ রইল। অসাবধানতাবশতঃ প্রকাশনাটিতে কোন ভুল-ত্রুটি থাকলে সে জন্য সকলের কাছে সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

সুশান্ত কুমার সরকার
সদস্য সচিব
প্রকাশনা সম্পাদনা কমিটি

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা
০১	মন্ত্রণালয় পরিচিতি		১৩
	১.১	ভূমিকা	১৩
	১.২	ভিশন ও মিশন	১৪
	১.৩	কৌশলগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১৪
	১.৪	প্রধান দায়িত্ব ও কার্যাবলি	১৪
	১.৫	সাংগঠনিক কাঠামো	১৫
	১.৬	জনবল কাঠামো	১৬
	১.৭	মন্ত্রণালয়ের কার্যবণ্টন	১৭
	১.৮	মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টার	২০
	১.৯	মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর সংস্থাসমূহ	২২
০২	বাজেট ২০১৩-১৪		২৫
০৩	মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যাবলি ও অগ্রগতি		২৭
০৪	মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থার বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম ও অগ্রগতি		৪৩
	৪.১	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)	৪৩
	৪.২	বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লমেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)	৪৪
	৪.৩	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড	৪৫
	৪.৪	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	৪৭
	৪.৫	বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে অবস্থিত শ্রম উইংসমূহ	৪৮
০৫	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদনের (২০১৪) গ্রাফ		৪৯
০৬	উপসংহার		৫২
পরিশিষ্ট-ক		২০১৪ সালে মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা	৫৪
ফটো গ্যালারী			৫৮

অধ্যায়-১

মন্ত্রণালয় পরিচিতি

১.১ ভূমিকা:

বাংলাদেশ জনসম্পদে সমৃদ্ধ একটি দেশ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২০ ও ৪০ অনুচ্ছেদ মোতবেক রাষ্ট্র নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের সহায়তা প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন ও বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকার দেশের অভ্যন্তরে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহযোগিতা প্রদানের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশের নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের গুরুত্ব বিবেচনায় দেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহে জনশক্তি রপ্তানি সেক্টরকে 'থ্রাস্ট সেক্টর' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রবাসী বাংলাদেশিদের অধিকতর কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি, বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বেকারত্ব হ্রাস এবং রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরপর সত্তরের দশকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য অস্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক অভিবাসন শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৬ সালে বৈদেশিক কর্মসংস্থানকে উৎসাহিত ও সহায়তা করার লক্ষ্যে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) নামে একটি পৃথক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রথম দিকে মধ্যপ্রাচ্য ও উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোয় বাংলাদেশি কর্মীদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে অভিবাসন শুরু হয়। ১৯৮৪ সালে সরকারি পর্যায়ে কর্মী বাছাই ও বিদেশে কর্মী প্রেরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটিড (বোয়েসেল) নামে একটি সরকারি রিক্রুটিং সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর ১৯৯০ সালে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল প্রতিষ্ঠা করা হয়। বহির্মুখী শ্রম-অভিবাসনের প্রবণতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে, সরকার প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের কল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করে ২০০১ সালের ২০ ডিসেম্বর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নামে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করে। শ্রম-অভিবাসন ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধিভুক্ত হয়। প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকে এ মন্ত্রণালয় অভিবাসী কর্মীদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ, হয়রানী রোধ, কর্মক্ষম জনশক্তিকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান, নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন এবং নিরাপদ অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনসচেনতা সৃষ্টিসহ সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে নানামুখী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করে আসছে। বিএমইটি নবগঠিত এই মন্ত্রণালয়ের একটি নির্বাহী সংস্থারূপে সংযুক্ত হয়। পরবর্তী কালে, ২০১১ সালের এপ্রিল মাসে 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়া, বিদেশে নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন, বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের পুনঃপ্রশিক্ষণ এবং বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন করার জন্য ২০১০ সালে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিড মানি হিসেবে প্রদত্ত ১৪০ কোটি টাকা দিয়ে মন্ত্রণালয়ের আওতায় অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল গঠিত হয়।

এ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্নমুখী কর্মতৎপরতার কারণে বর্তমানে বিশ্বের ১৬০টি দেশে প্রায় ৯০ লক্ষ বাংলাদেশী কর্মীর কর্মসংস্থান হয়েছে। দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশের বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ায় একদিকে যেমন দেশের বেকারত্ব হ্রাস পেয়েছে, তেমনি অন্যদিকে প্রবাসীদের প্রেরিত মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা দেশের আমদানি ব্যয় মেটানো, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উল্লেখ্য, ২০০৮ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দায় অনেক উন্নত অর্থনীতি হোঁচট খেলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা দৃশ্যমান হয়নি, মূলতঃ অভিবাসী কর্মীগণ কর্তৃক প্রেরিত রেমিটেন্সের কারণে। দেশে ডিসেম্বর ২০১৪ তে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ২২.৩ বিলিয়ন ডলার। এতে সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছে বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাত। রেমিটেন্স আহরণে বাংলাদেশ বিশ্বে ৮ম এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ২য় স্থান অর্জন করেছে।

১.২ ভিশন ও মিশন :

ভিশন: বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ, প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং নিরাপদ অভিবাসনের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

মিশন: আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি, বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ, প্রবাসী বাংলাদেশিদের অধিকতর কল্যাণ ও স্বার্থ সংরক্ষণ ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অভিবাসন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন।

১.৩ কৌশলগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

১. দক্ষ জনবল তৈরি

২. বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ

৩. প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণ, নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিতকরণ

৪. রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি

১.৪ প্রধান দায়িত্ব ও কার্যাবলি :

ALLOCATION OF BUSINESS AMONG THE DIFFERENT MINISTRIES AND DIVISIONS (Schedule I of the Rules of Business, 1996) অনুযায়ী প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১. অভিবাসী বাংলাদেশিদের সার্বিক কল্যাণ, নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ;

২. বৈদেশিক কর্মসংস্থানে আগ্রহী বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য বিদেশে প্রচলিত শ্রমবাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ এবং নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ;

৩. নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের লক্ষ্যে নতুন/অপ্রচলিত শ্রমবাজার সংক্রান্ত গবেষণা;

৪. নার্স, গৃহকর্মী, বয়স্কসেবা, শিশু পরিচর্যা, গার্মেন্টস ইত্যাদি পেশায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অধিক হারে মহিলা কর্মী বিদেশে প্রেরণে কার্যক্রম গ্রহণ ও মহিলা কর্মীদের জন্য নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান;

৫. বৈদেশিক শ্রম বাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী সৃষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন;

৬. অভিবাসন ব্যয় হ্রাসসহ অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা;

৭. রিক্রুটিং এজেন্সি গুলির নিবন্ধন, লাইসেন্স প্রদান ও তাদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;

৮. দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অধিক হারে অংশগ্রহণ ও বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা;

৯. দেশের সকল অঞ্চল হতে বিশেষত অনগ্রসর মঙ্গাপ্রবণ উত্তরাঞ্চল হতে কর্মীদের বিদেশে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি;

১০. রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি ও বৈধ চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রেরণে বাংলাদেশি কর্মীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তা প্রদান;

১১. প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে বাংলাদেশের সংস্কৃতি চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা;

১২. দেশে প্রত্যাগত প্রবাসী কর্মীদের বিদেশে অর্জিত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে দেশের উন্নয়নে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ;

১৩. মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর ও দপ্তরসমূহের (বিএমইটি, বোয়েসেল, ওয়েজ আনার্স কল্যাণ তহবিল, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক) কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ;

১৪. বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের শ্রম উইং-এ জনবল নিয়োগ ও তাদের প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;

১৫. অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল পরিচালনা;

১৬. আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ এবং অন্যান্য দেশের সরকার ও সংস্থার সাথে এ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সম্পাদন;

১৭. এ মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত বিষয় সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, আইন ও বিধিসমূহ প্রণয়ন/সংশোধন;

১৮. অবৈধ অভিবাসন বন্ধে ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স পরিচালনা করা;

১৯. বৈধ পথে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য জনগণের মাঝে উৎসাহ সৃষ্টি ও অবৈধ অভিবাসনের ঝুঁকি ও প্রতারণা সম্পর্কে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ;

২০. বিদেশে নিয়োগকৃত কর্মী, নিয়োগকারী দেশ ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংরক্ষণ।

১.৫ সাংগঠনিক কাঠামো:

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো (TO&E) অনুযায়ী ৭টি অনুবিভাগের অধীন ১৪টি অধিশাখা, ২৮টি শাখা ও একটি শ্রমবাজার গবেষণা সেলের আওতায় এ মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পাদিত হয়[২]। প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল ১৯৫[৩] জন যার মধ্যে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা মোট ৫৪[৪] জন, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির জনবল মোট ১৪১ জন[৫]। মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১ জন সচিব, ১ জন অতিরিক্ত সচিব, ৬ জন যুগ্মসচিব[৬], ১৩ জন উপসচিব[৭], ১ জন উপপ্রধান, ২৮ জন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব[৮], ২ জন সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান, ০১ জন সহকারী পোগ্রামার ও ০১ জন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। এছাড়া এ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিদেশস্থ মোট ২৫টি দেশে ২৮টি শ্রম উইং রয়েছে। শ্রম উইংসমূহে মোট জনবল ১৮২ জন যার মধ্যে প্রথম শ্রেণি ৪৫ জন, দ্বিতীয় শ্রেণি ১৬ জন, তৃতীয় শ্রেণি ১২০ জন ও চতুর্থ শ্রেণি ০১ জন।

সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুবিভাগ ও আওতাধীন অধিশাখাসমূহ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	অনুবিভাগসমূহ	ক্রমিক নং	অধিশাখাসমূহ
১.	প্রশাসন ও অর্থ	১.	প্রশাসন
		২.	বাজেট
		৩.	সমন্বয় ও সংসদ
২.	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন	৪.	পরিকল্পনা
		৫.	উন্নয়ন
৩.	বৈদেশিক কর্মসংস্থান	৬.	কর্মসংস্থান-১
		৭.	কর্মসংস্থান-২
৪.	মিশন ও কল্যাণ	৮.	মিশন
		৯.	কল্যাণ
৫.	প্রশিক্ষণ	১০.	প্রশিক্ষণ-১
		১১.	প্রশিক্ষণ-২
৬.	মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট	১২.	মনিটরিং
		১৩.	এনফোর্সমেন্ট
৭.	দপ্তর ও সংস্থা	১৪.	দপ্তর ও সংস্থা-১
		১৫.	দপ্তর ও সংস্থা-২

[২] অনুমোদিত: উইং ৪, অধিশাখা ৭, শাখা ১৮

[৩] বিদ্যমান- ১৩৯ জন ও প্রস্তাবিত ৫৬ জন

[৪] বিদ্যমান-৩৮ ও প্রস্তাবিত-১৬

[৫] বিদ্যমান-১০১ জন ও প্রস্তাবিত ৪০ জন

[৬] বিদ্যমান-০৪, প্রস্তাবিত-০৩

[৭] বিদ্যমান-০৮, প্রস্তাবিত-০৫

[৮] বিদ্যমান-২০, প্রস্তাবিত-০৮

সরকারের বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীনে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিঃ (বোয়েসেল), ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল ও প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কাজ করছে।

১.৬ জনবল কাঠামো:

মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত জনবল কাঠামো নিম্নরূপ:

কর্মকর্তা/ কর্মচারীর ধরণ	ক্র/ নং	পদবি	অনুমোদিত পদ	কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারী	শূন্য পদ
১ম শ্রেণির কর্মকর্তা	১	সচিব	১	১	-
	২	অতিরিক্ত সচিব	১	১	-
	৩	যুগ্মসচিব	৩	৩	-
	৪	উপসচিব/ উপপ্রধান	১৩	১০	৩
	৫	সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান/ সচিবের একান্ত সচিব	১৮	৬	১২
	৬	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	-
	৭	সহকারী প্রোগ্রামার	১	-	১
২য় শ্রেণির কর্মকর্তা	৮	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২১	৬	১৫
	৯	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৪	৬	৮
	১০	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	-
৩য় শ্রেণির কর্মচারী	১১	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	৮	৮	-
	১২	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৫	১৩	২
	১৩	সহকারী লাইব্রেরিয়ান	১	-	১
	১৪	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	২	২	-
	১৫	ক্যাশিয়ার	১	-	১
	১৬	গাড়ী চালক	৩	৩	-
	১৭	ডেসপাচ রাইডার	১	১	-
	১৮	ক্যাশ সরকার	১	১	-
৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী	১৯	অফিস সহায়ক	২৫	১৩	১২
	২০	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	৫	১	৪
	২১	নিরাপত্তা কর্মী	২	-	২
	২২	মালী/গার্ডেনার	১	-	১
		সর্বমোট জনবল	**১৩৯**	**৭৭**	**৬২**

১.৭ মন্ত্রণালয়ের কার্যবণ্টন:

১.৭.১। প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ

- অফিস ও কর্মকর্তাদের প্রশাসন, শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি, বেতন, ভ্রমণ ভাতা, শ্রান্তি বিনোদন ভাতা সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- দাপ্তরিক ঋণ বরাদ্দ, নিয়োগ/পদোন্নতি/পদায়ন/বদলি, সিলেকশন গ্রেড প্রদান সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে মাননীয় মন্ত্রী, সচিব এবং মাননীয় মন্ত্রীর সফরসঙ্গীদের ভ্রমণ, বিভিন্ন সভা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপ প্রস্তুতকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণ;
- মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখায় কর্মবন্টন ও সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যাদি;
- হিসাব সংক্রান্ত সকল কার্যাদি;
- বাজেট, সংশোধিত বাজেট প্রস্তুতকরণ, পুনঃউপযোজন, অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত কার্যাদি;
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সংক্রান্ত কার্যাদি;
- জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর;
- মাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন;
- দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল সংক্রান্ত কার্যাদি এবং
- পাঠাগার ব্যবস্থাপনা।

১.৭.২। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ

- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রস্তাবনা প্রস্তুতকরণ;
- দক্ষতা উন্নয়ন ও গবেষণা সেলের সকল কার্যাদি;
- দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলের (আর্থিক কার্যাদি ব্যতীত) অধীনে স্কিম প্রকল্প, স্কিম প্রস্তুতকরণ, মনিটরিং এবং বাস্তবায়ন;
- 'দক্ষতা উন্নয়ন, জনশক্তি ও রেমিটেন্স' সংক্রান্ত সাব-কমিটির সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
- পিপিপি-এর আওতায় ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তদনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিমকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান; এবং
- মন্ত্রণালয়ের সকল উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রস্তুতকরণ।

১.৭.৩। বৈদেশিক কর্মসংস্থান অনুবিভাগ

- নতুন রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্সের আবেদন পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;
- বিদ্যমান রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স নবায়ন, রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ, তদন্ত এবং প্রয়োজনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;
- রিক্রুটিং এজেন্সির অনুকূলে বিদেশে কর্মী প্রেরণের সরকারি অনুমোদন প্রদান;
- বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত আইন, বিধি, নীতি প্রণয়ন;

- আন্তর্জাতিক সনদ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- নারী অভিবাসন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- বিদেশে কর্মসংস্থান সম্পর্কিত বিষয়ে রিক্রুটিং এজেন্সির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক কার্যাদি বিষয়ে সমন্বয়;
- বিদ্যমান শ্রমবাজার সংরক্ষণ, নতুন শ্রমবাজার অন্বেষণ, অপ্রচলিত শ্রমবাজার অনুসন্ধান বিষয়ক কার্যাদি;
- নতুন, প্রচলিত, অপ্রচলিত শ্রমবাজার সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তদনুযায়ী পেশাভিত্তিক কর্মসংস্থানের চাহিদা পত্র সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ;
- কর্মী গ্রহণকারী দেশসমূহের আইন, বিধি-বিধান পর্যালোচনা; এবং
- প্রচলিত ও অপ্রচলিত শ্রমবাজারে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত অডিও-ভিজ্যুয়াল ডকুমেন্টারি, প্রচার পত্র, বুকলেট ও ব্রীফ প্রস্তুতকরণ।

১.৭.৪। মিশন ও কল্যাণ অনুবিভাগ

- বিদেশস্থ শ্রম উইংয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদ সৃজন ও নিয়োগ/বদলি;
- বিদেশস্থ শ্রম উইংয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদ এবং স্থানীয়ভাবে নিয়োগ/বদলি;
- বিদেশস্থ শ্রম উইংয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদে কল্যাণ এবং শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম;
- প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশি কর্মীদের কল্যাণ ও স্বার্থ সংরক্ষণে কার্যক্রম;
- কল্যাণ তহবিলের ব্যবস্থাপনা;
- প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ ও তদারিক;
- প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের অধিকার রক্ষায় কার্যক্রম গ্রহণ;
- অনিবাসী বাংলাদেশিদের বিশেষ সুবিধা প্রদানসহ সিআইপি'র মর্যাদা প্রদান;
- অনিবাসী বাংলাদেশিদের বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ;
- বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করে অভিবাসী কর্মীদের রেমিটেন্স প্রেরণে সহায়তা প্রদান;
- রেমিটেন্স গ্রহণকারীদের বিনিয়োগ প্রকল্পে সহায়তা প্রদান;
- শ্রম উইংয়ের বাজেট প্রস্তুতকরণ; এবং
- আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সম্পর্কিত কার্যাবলী।

১.৭.৫। প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ

- মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান;
- মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের মান নিশ্চয়তা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিদেশস্থ প্রতিষ্ঠানের এক্রিডিটেশন গ্রহণ এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কোর্স কারিকুলাম হালনাগাদকরণ;
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানের চাহিদা অনুযায়ী কোর্স কারিকুলাম প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়ন;
- বিদেশে কর্মী প্রেরণ সংক্রান্ত চাহিদার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়াদি মূল্যায়ন এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয়;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও-এর সঙ্গে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা বিষয়ক কার্যক্রমের সহযোগিতা কার্যক্রম;

- প্রশিক্ষণার্থীর তথ্যভান্ডার প্রস্তুতকরণ ও হালনাগাদকরণ;
- প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের চাহিদা নিরূপণ এবং প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং
- বিদেশ প্রত্যাগত বিশেষ করে নারী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের কার্যক্রম।

১.৭.৬। মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট অনুবিভাগ

- রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের শর্ত লঙ্ঘন এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম অনুসন্ধান;
- রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের অভিবাসন ব্যয় সংক্রান্ত কার্যক্রমের তদারকি, অভিবাসন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম প্রতিরোধ;
- জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের সাথে সমন্বয় করে বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রক্রিয়ায় সচেতনতা সৃষ্টি, অভিবাসন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে সেমিনার, সভা, র‍্যালি এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ায় প্রচারণা পরিচালনা;
- জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের কার্যক্রম মনিটরিং এবং এর কার্যক্রম উন্নয়নে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়;
- রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের কার্যক্রমের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ;
- রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহ কর্তৃক কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ নিয়ম অনুসরণ বাস্তবায়ন নিশ্চিকরণ;
- রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের মধ্যে যারা নিয়োগ প্রক্রিয়া সঠিকভাবে অনুসরণ করছে না তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান;
- অভিবাসী বাংলাদেশিদের বিদেশ গমনের নিমিত্ত যে সকল স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ডায়গনস্টিক সেন্টারে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় তাদের কাজের তদারকি ও উক্ত কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন এবং প্রয়োজনে ভিজিলেন্স টাস্ক ফোর্সের অভিযান পরিচালনা;
- ভিজিলেন্স টাস্ক ফোর্সের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহ্বান এবং উক্ত সভায় সাচিবিক সহায়তা প্রদান ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; এবং
- সিঙ্গাপুরে কর্মী প্রেরণ সংক্রান্ত কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ওভারসিজ ট্রেনিং সেন্টারের কার্যক্রম মনিটরিং।

১.৭.৭। সংস্থাসমূহের প্রশাসন অনুবিভাগ

- বিএমইটি, বোয়েসেল, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি;
- জনপ্রশাসন, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বিএমইটি'র নিয়োগ বিধি, চাকুরির প্রবিধি, সাংগঠনিক কাঠামো ইত্যাদি প্রণয়ন;
- বিএমইটি, বোয়েসেল, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের প্রশাসনিক, শৃংখলা, নিরীক্ষা আপত্তি, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অফিসসমূহের কর্মকর্তাদের বেতন, টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, ছুটি, ভবিষ্যত তহবিল, ঋণ, টিএ/ডিএ মঞ্জুরী;
- মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অফিসসমূহের হিসাব সংক্রান্ত কার্যাদির তত্ত্বাবধান; এবং
- মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অফিসসমূহের রাজস্ব ও উন্নয়নমূলক বাজেট, সংশোধিত বাজেট প্রস্তুতকরণ, পুনঃউপযোজন, অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত কার্যাদি।

১.৮ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টার:

১.৮.১ কর্ম-পরিধি

প্রবাসী বাংলাদেশীদের কল্যাণ:

- প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণ ও তাদের অধিকার সংরক্ষণ;
- প্রবাসী কর্মীদের অভিযোগ গ্রহণ ও সমাধানের প্রচেষ্টা গ্রহণ;
- প্রবাসী বাংলাদেশিগণ কর্তৃক বাংলাদেশে বিনিয়োগে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ;
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সমাজ কল্যাণমূলক কর্মকান্ডে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সম্পৃক্তকরণ;
- প্রবাসীদের মধ্যে বাংলাদেশের সংস্কৃতি বিকাশের উদ্যোগ গ্রহণ;
- প্রবাসী বাংলাদেশিদের অরাজনৈতিক সংগঠনসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- বিদেশ হতে মৃত/গুরুতর অসুস্থ কর্মীদের দেশে ফেরত আনয়ন;
- ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ তহবিল হতে মৃত ও বিপদগ্রস্ত প্রবাসী কর্মীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান;
- বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনা ও রিক্রুটিং এজেন্সির তদারকি:

বিদেশগামী কর্মীদের রেজিষ্ট্রেশন; বিদেশে বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগের অনুমোদন ও বাছাইয়ের অনুমোদন প্রদান; বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান; রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের লাইসেন্স অনুমোদন প্রদান ও নবায়ন, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি; অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ; অভিযোগ নিষ্পত্তি করা; প্রতারণার প্রমাণিত অভিযোগে রিক্রুটিং এজেন্সিকে শাস্তি প্রদান/জরিমানা আদায় ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ:

১. দেশে বিদেশে শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ট্রেডে কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান;
২. কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের আধুনিকীকরণ;
৩. বৈদেশিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী মহিলা কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৪. দক্ষ নৌ-কারিগর সৃষ্টির ব্যবস্থাকরণ।

অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থা নিয়ন্ত্রণ:

বিএমইটি ও বোয়েসেল সহ বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সঙ্গে জড়িত সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের প্রশাসনিক ও অন্যান্য কার্যাবলি সমন্বয়/নিয়ন্ত্রণ।

শ্রম উইংসমূহের প্রশাসন:

বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে অবস্থিত ২৮টি শ্রম উইংয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, বদলি ও অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন।

অন্যান্য কার্যাবলি:

- মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত আর্থিক বিষয়াদিসহ যাবতীয় দায়িত্ব পালন;
- আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ এবং অন্যান্য দেশের সরকার ও সংস্থার সাথে এ মন্ত্রণালয় সম্পৃক্ত বিষয়ে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সম্পাদন;
- মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত বিষয়াদি সম্পর্কে বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, আইন ও বিধিসমূহ প্রণয়ন/সংশোধন;
- মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বধীন বিষয়াদি সম্পর্কিত পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
- জনশক্তি রপ্তানির উদ্দেশ্যে বিদেশে নতুন ক্ষেত্র অনুসন্ধান।

১.৮.২ সেবাদান পদ্ধতি

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কমংসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে জনগণের জন্য প্রদেয় সাধারণ সেবাসমূহ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	সেবাসমূহ	সেবা প্রদানের সাধারণ সময়সীমা
১	কর্মী বাছাই/নিয়োগের অনুমোদন প্রদান	আবেদন প্রাপ্তির ৪ (চার) কর্মদিবসের মধ্যে আবেদনকারী এজেন্সিকে অবহিত করা হবে।
২	নতুন লাইসেন্সের অনুমোদন প্রদান	বিএমইটি হতে প্রস্তাব প্রাপ্তির অনুর্ধ ২১ (একুশ) কর্মদিবসের মধ্যে সিদ্ধান্ত বিএমইটিকে জানানো হবে।
৩	লাইসেন্স নবায়নের অনুমোদন প্রদান	বিএমইটি হতে প্রস্তাব প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে সিদ্ধান্ত বিএমইটিকে জানানো হবে।
৪	রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কিত বিষয়াদি	অভিযোগপত্র ও বিএমইটি থেকে তদন্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট শাখায় কর্তৃপক্ষ ও আবেদনকারীকে জানানো হবে।
৫	প্রবাসীদের সমস্যা ও অভিযোগ সম্পর্কিত বিষয়াদি	শাখায় প্রাপ্তির পরবর্তী ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণার্থে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ ও আবেদনকারীকে অবহিত করা হবে।
৬	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন-কেস নিষ্পত্তিকরণ	আবেদন শাখায় প্রাপ্তির পরবর্তী ৫(পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
৭	অন্যান্য বিষয়াবলি	সচিবালয় নির্দেশমালা এবং প্রযোজ্য আইন-বিধান অনুযায়ী যথাসময়ে নিষ্পত্তি করা হবে।

১.৮.৩ রিক্রুটিং লাইসেন্সের আবেদনের ক্ষেত্রে করণীয়

বিদেশে জনশক্তি প্রেরণের উদ্দেশ্যে রিক্রুটিং লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য নিম্নোক্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে:

১. মহাপরিচালক, বিএমইটি বরাবর নির্ধারিত আবেদন ফিসহ আবেদন করতে হবে;

২. আবেদনকারী কোম্পানি হলে বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণের হলফনামা;

৩. আবেদনপত্রের সাথে ন্যূনতম ১ লক্ষ টাকা ব্যাংকে নগদ জমার সার্টিফিকেট;

৪. আয়কর অফিস হতে বিগত ০২ বছরের পরিসম্পদ ও দায়ের হিসাব বিবরণীসহ আয়কর রিটার্নের সত্যায়িত কপি;

৫. আবেদনকারী বিগত ০৫ বছর যে স্থানে অবস্থান করেছেন সে এলাকার পুলিশ ক্লিয়ারেন্স;

৬. অফিসের ফ্লোর পরিকল্পনা, লে-আউট পরিকল্পনা ও সাজ-সারঞ্জামাদির তালিকা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার বিবরণ;

৭. কর্মীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি;

৮. সাংগঠনিক ছক, প্রার্থী নিয়োগ ও পদায়নের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার তালিকা ও তাদের সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজ ছবি;

৯. তিনি কারিগরি ও স্বাস্থ্যগতভাবে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করবেন, তার অফিসের সকল কর্মচারীর সকল কার্যক্রমের জন্য তিনি সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন এবং প্রার্থী মনোনয়ন সংক্রান্ত সকল দাবি ও দায়-দায়িত্বের জন্য তিনি দায়ী থাকবেন মর্মে লিপিবদ্ধ হলফনামা।

১.৮.৪ কর্মী বাছাই/নিয়োগানুমতির ক্ষেত্রে করণীয়

বিদেশে বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে কর্মী বাছাই/নিয়োগানুমতির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কাগজপত্রাদি জমা দিতে হবে:

১. কর্মীর বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি ও বিবরণসহ নিয়োগকর্তার সাথে রিক্রুটিং এজেন্সির সম্পাদিত চুক্তিপত্র;

২. সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মিশন কর্তৃক সত্যায়িত চাহিদাপত্র, ক্ষমতাপত্র ও চুক্তিপত্র;

৩. যে দেশে বাংলাদেশের মিশন নেই বা যুক্তিসংগত কারণে সত্যায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট দেশের মিশন হতে প্রস্তাবিত ভিসা প্রাপ্তির সার্টিফিকেট/নিশ্চয়তাপত্র;

৪. বিদেশে গমনের পরে চাকরি না হলে কর্মীদেরকে ফিরিয়ে আনার দায়-দায়িত্ব এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন মর্মে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্টাম্পে এজেন্সি কর্তৃক ঘোষণাপত্র;

৫. ওয়ার্ক পারমিট/এনওসি/এন্ট্রি পারমিট/ভিসার কাগজপত্রের ইংরেজি-বাংলা অনুবাদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

১.৮.৫ চাহিদাপত্র প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কিত

সত্যায়িত চাহিদাপত্রের কর্মীর সংখ্যা ১০০ জনের কম হলে বিএমইটি কর্তৃক প্রক্রিয়াকারণ ও অনুমোদন দেয়া হয়। কর্মীর সংখ্যা ১০০ জনের বেশী হলে মন্ত্রণালয় প্রক্রিয়া ও অনুমোদন করে থাকে। ক্ষেত্র বিশেষে মহিলা কর্মীদের বাছাই ও অনুমোদন এবং অপ্রচলিত দেশে কর্মী গমনের জন্য বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ মন্ত্রণালয় থেকে হয়ে থাকে।

১.৮.৬ অভিযোগ দাখিল ও নিষ্পত্তি

১. কোন প্রবাসী কর্মী দেশে বা বিদেশে সমস্যায় পড়লে তিনি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহকারে সমস্যা তুলে ধরে সংশ্লিট দেশের দূতাবাস/হাইকমিশন বা বিএমইটি/মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে পারবেন;

২. বিদেশে গমনেচ্ছু কোন কর্মী হয়রানি বা প্রতারিত হলে বিস্তারিত জানিয়ে আবেদন করতে পারেন;

৩. মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থা সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয় সম্পর্কে অভিযোগ বা পরামর্শ থাকলে তা জানানো যেতে পারে।

১.৯ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত ৪টি দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করছে:

১. জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)

২. বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)

৩. ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

৪. প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

এছাড়া, এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল নামে একটি তহবিল রয়েছে। উক্ত দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলটি পৃথক একটি পরিচালনা পরিষদ দ্বারা পরিচালিত হয়। এ ছাড়া বিদেশস্থ ২৫টি দেশে ২৮টি শ্রম উইং রয়েছে।

নিম্নে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তরসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হল:

১.৯.১ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)

দক্ষতা উন্নয়ন ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ব্যুরো সামগ্রিকভাবে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিদেশে কর্মী প্রেরণ শুরু করে। বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সন থেকে রিক্রুটিং এজেন্সিকে কর্মী প্রেরণের অনুমতি প্রদান করা হয় যার সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর উপর ন্যস্ত হয়। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত সকল ধরণের চাহিদার অনুকূলে ব্যুরো বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করে থাকে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন এ দপ্তরটি বাংলাদেশি দক্ষ ও অদক্ষ সকল শ্রেণির কর্মীর দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা, শ্রম বাজারের তথ্যাবলি সংগ্রহ ও গবেষণামূলক কার্যক্রম, আধুনিক বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিসহ প্রবাসীদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। অভিবাসন ব্যবস্থাপনা ও প্রবাসী কর্মীদের জন্য কল্যাণমূলক কর্মকান্ডকে অধিকতর গতিশীল ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে সরকার ২০০১ সালে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় গঠন করে এবং জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোকে এ মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত করা হয়।

১.৯.২ বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)

স্বচ্ছতার সাথে দক্ষ কর্মীকে বিনা খরচে বা স্বল্পতম খরচে বিদেশে প্রেরণ ও সরকারি আনুকূল্যে জনশক্তি প্রেরণের ক্ষেত্রে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে সরকারের ৫১% শেয়ার এবং বেসরকারি ৪৯% শেয়ার ধার্য করা হয়। বেসরকারি ৪৯% শেয়ার এখনও বিক্রয় করা হয়নি। অতি দ্রুততার সাথে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা মোতাবেক যোগ্য কর্মী প্রেরণ ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে বাংলাদেশের শ্রমিকদের ভাবমূর্তি সমুন্নত রেখে বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সংখ্যার চেয়ে কর্মীদের গুণগত মানের উপর গুরুত্ব প্রদান করে বিদেশের শ্রম বাজারে বাংলাদেশ সরকারের সংস্থা হিসেবে জনশক্তি প্রেরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা বোয়েসেলের অন্যতম প্রধান কাজ।

১.৯.৩ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মী ও তাদের পরিবারের সার্বিক কল্যাণে ১৯৯০ সালে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল গঠিত হয়। পরবর্তীকালে এটি ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে রূপান্তরিত হয়। ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড এর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব পদাধিকার বলে বোর্ডের চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া বোর্ডের সদস্য হিসেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এবং বায়রার প্রতিনিধি রয়েছে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের পরিচালক (অর্থ ও কল্যাণ) এ বোর্ডের সদস্য সচিব।

১.৯.৪ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

মূল্যবান রেমিটেন্স প্রেরণকারী এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভাবনীয় অবদান রাখা অভিবাসী কর্মীদের সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে সরকার ১১ অক্টোবর ২০১০ সালে ''প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০'' পাশের মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ এপ্রিল, ২০১১ সালে ৪র্থ 'কলম্বো প্রসেস সম্মেলনের' সময় ব্যাংকটির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

১.৯.৫ অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল

মন্ত্রণালয়ের অধীনে দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল নামে একটি তহবিল রয়েছে। এই দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলটি পৃথক একটি পরিচালনা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সীড মানি হিসেবে ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে প্রদত্ত ৭০ (সত্তর) কোটি ও ২০১০-১১ অর্থ-বছরে প্রদত্ত ৭০ (সত্তর) কোটিসহ সর্বমোট ১৪০ (একশত চল্লিশ কোটি) টাকা দিয়ে অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল গঠিত হয়। অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে বিদেশে শ্রমবাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন, বিদেশে প্রত্যাগত কর্মীদের পুনঃপ্রশিক্ষণ এবং বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন করার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। এ তহবিল সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য "অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল পরিচালনা নীতিমালা, ২০১০" প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত নীতিমালার অধীনে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব এর নেতৃত্বে বিএমইটি, অর্থ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন এবং বায়রা'র প্রতিনিধির সমন্বয়ে ০৮(আট) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়। এ ছাড়া এ পরিচালনা বোর্ড-কে সার্বিক সহায়তা করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়সহ অর্থ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিএমইটি, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ-জার্মান টিটিসি, বিআইএমটি, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং বেসরকারি সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন এর প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে গঠিত ১২ (বার) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা কমিটি রয়েছে।

অধ্যায়-২

বাজেট ২০১৩-২০১৪

২.১ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের বাজেট:

২.১.১ রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দ

কোড নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশোধিত বাজেট ২০১৩-১৪	প্রকৃত ব্যয়	অবশিষ্ট	মন্তব্য
৬৫০১	সচিবালয়	৬১,৩৯,১০	৩৭,৯৪,৮৩	২৩,৪৪,২৭	
৬৫০৬	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ (আইওএম)	৯,০০	৭,৫৩	১,৪৭	
৬৫৩১	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	৫৯,২৭,২৪	৫৮,৮৫,৯৮	৪১,২৬	
৬৫৪২	বিদেশস্থ শ্রম উইংসমূহ	৩৭,৬৫,২০	২৮,৮৭,৫৬	৮,৭৭,৬৪	
৬৫৯৬	রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি	৪৯,০০	৪৫,০০	৪,০০	
	সর্বমোট (অনুন্নয়ন বাজেট)	**১৫৮,৮৯,৫৪**	**১২৬,২০,৯০**	**৩২,৬৮,৬৪**	
	উন্নয়ন বাজেট				
৬৫০১	সচিবালয়	৭,০০,০০	৭,০১,৮৪	-১,৮৪	
৬৫৩১	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	২০৯,২৫,০০	২০৯,৪৬,৯২	-২১,৯২	
	সর্বমোট (উন্নয়ন বাজেট)	**২১৬,২৫,০০**	**২১৬,৪৮,৭৬**	**-২৩,৭৬**	
	সর্বমোট (অনুন্নয়ন + উন্নয়ন)	**৩৭৫,১৪,৫৪**	**৩৪২,৬৯,৬৬**	**৩২,৪৪,৮৮**	

২.১.১ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়

ক্রঃ নং	প্রকল্পের ধরণ	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ			অবমুক্তি			২০১৩-১৪ অর্থ বছরের ব্যয়			অগ্রগতির শতকরা হার	
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (DPA)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (DPA)	বরাদ্দের বিপরীতে	অবমুক্তির বিপরীতে
১.	বিনিয়োগ	৪ টি	১৯৪৫৮.০০	১৯৪৫৮.০০	-	১৯৪৫৮.০০	১৯৪৫৮.০০	--	১৯৪৪৫.৫৪	১৯৪৪৫.৫৪	--	৯৯.৯৪%	৯৯.৯৪%
২.	কারিগরী সহায়তা	২ টি	২১৬৭.০০	৪১৭.০০	১৭৫০.০০	২২০৪.৮৪	৪১৭.০০	১৭৮৭.৮৪	২২০৩.০৮*	৪১৫.২৪	১৭৮৭.৮৪	১০১.৬৬%	৯৯.৯২%
			২১৬২৫.০০	১৯৮৭৫.০০	১৭৫০.০০	২১৬৬২.৮৪	১৯৮৭৫.০০	১৭৮৭.৮৪	২১৬৪৮.৬২	১৯৮৬০.৭৮ (৯৯.৯৩%)	১৭৮৭.৮৪ (১০২.১৬%)	১০০.১১%	৯৯.৯৪%

* উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প সাহায্য অংশে (ডিপিএ) বরাদ্দের চেয়ে বেশী ব্যয় করা হয়েছে।

* ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি-তে এ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত জিওবি অংশের ৯৯.৯৩% ব্যয় হয়েছে যেখানে জাতীয় ব্যয়ের হার ৯৫%।

অধ্যায়-৩

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যাবলি ও অগ্রগতি

৩.১ বৈদেশিক কর্মসংস্থান:

৩.১.১ বিদেশে কর্মী প্রেরণ

২০১৪ সালে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ৪,২৫,৬৮৪ জন কর্মী বিদেশে প্রেরণ করা হয়েছে। বিগত ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে ১৬,৪৩১ জন কর্মী বেশী বিদেশে গমন করেছে, যার শতকরা হার ৪.০১%। ২০১৩ ও ২০১৪ সালে বিভিন্ন দেশে কর্মী প্রেরণের সংখ্যা নিম্নরূপ:

সাল	সৌদি আরব	কুয়েত	ইউএই	বাহরাইন	ওমান	মালয়েশিয়া	সিংগাপুর	কাতার	লেবানন	অন্যান্য	বিবিধ ক্লিয়ারেন্স	মোট
২০১৩	১২,৬৫৪	৬	১৪,২৪১	২৫,১৫৫	১,৩৪,০২৮	৩,৮৫৩	৬০,০৫৭	৫৭,৫৮৪	১৫,০৯৮	৯,২২৪	৯,২২৪	৪,০৯,২৫৩
২০১৪	১০,৬৫৭	৩,০৯৪	২৪,২৩২	২৩,৩৭৮	১,০৫,৭৪৮	৫,১৩৪	৫,৪৭৫০	৮৭,৫৭৫	১৬,৬৪০	১১,৬৯০	১১,৬৯০	৪,২৫,৬৮৪

৩.১.২ নারী অভিবাসন/বিদেশে নারী কর্মী প্রেরণ

২০১৪ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে মোট ৭৬,০০৭ জন নারী কর্মীকে বিদেশে প্রেরণ করা হয়েছে। বিগত ২০১৩ সালে বিদেশে নারী কর্মী প্রেরণের মোট সংখ্যা ৫৬,৪০০ জন। ২০১৩ সালের চেয়ে ২০১৪ সালে ১৯,৬০৭ জন নারী কর্মী বেশী বিদেশে প্রেরণ করা হয়েছে, যার শতকরা হার ৩৪.৭৬%। বর্তমান সরকারের নারীবান্ধব অভিবাসন নীতি এবং বিদেশে কর্মক্ষেত্রে নারী কর্মীর নিরাপত্তা ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ফলে বিদেশে নারী কর্মী প্রেরণের হার ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩.১.৩ রেমিটেন্স আহরণ

২০১৪ সালে রেমিটেন্স আহরণের পরিমাণ ১৪.৯২ মার্কিন ডলার যা বাংলাদেশী মুদ্রায় ১১৯৩.৬ বিলিয়ন টাকা। ২০১৩ সালে রেমিটেন্স আহরণের পরিমাণ ছিল ১৩.৮৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (বাংলাদেশী মুদ্রায় ১১০৬.৪ বিলিয়ন টাকা)। দেখা যায় বিগত ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে প্রায় ১.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (বাংলাদেশী টাকায় ৮৮.০০ বিলিয়ন; ১ ডলার = ৮০.০০ টাকা হিসাবে) বেশি রেমিটেন্স অর্জিত হয়েছে, যা শতকরা হারে প্রায় ৮%। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে অর্থনৈতিক মন্দার কারণে কর্মী গ্রহণকারী দেশগুলোতে কর্মীর চাহিদা হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী অভিবাসী নীতি অনুসরণ এবং এ খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কারণে বিদেশ থেকে বৈধ পথে অর্থ পাঠানোর ফলে রেমিটেন্সের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩.১.৪ জি-টু-জি পদ্ধতিতে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণ

গত ২৬ নভেম্বর ২০১২ তারিখে বাংলাদেশের সাথে মালয়েশিয়ার জি-টু-জি প্রক্রিয়ায় কর্মী প্রেরণের বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এ সমঝোতা স্মারকের আওতায় বর্তমানে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। ২০০৯ সালে বর্তমান সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের আগে বিগত জনশক্তি প্রেরণ খাতে অনিয়ন্ত্রিত ও অব্যবস্থাপনার কারণে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বর্তমান সরকারের দূরদর্শী কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় উক্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণের দ্বার পুনঃউন্মোচিত করেছে। অতীতে চার দলীয় জোট সরকার এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে কতিপয়

অর্থলিপ্সু রিক্রুটিং এজেন্সি ও দালাল অভিবাসী কর্মীদের কাছ থেকে অভিবাসনের জন্য মাথাপিছু ৩-৪ লক্ষ টাকা নিয়েছে। তাদের অনেকেই কাজ না পেয়ে সেখানে মানবেতর জীবন যাপন করেছে। যারা কাজ পেয়েছিল তারাও চুক্তিবদ্ধ সময়ের মধ্যে অভিবাসন বাবদ ব্যয়িত অর্থ উপার্জন করতে পারেনি, অর্থ উপার্জনের জন্য সে দেশে অবৈধভাবে থেকে গেছে। এ অবস্থায় মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মী ব্যবস্থাপনায় মারাত্মক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল এবং কর্মীদের মর্যাদা ও অধিকার সংরক্ষণ ইস্যুতে মালয়েশিয়া আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে ২০০৯ সালে সরকার পুনরায় মালয়েশিয়ায় অভিবাসী কর্মী প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। অব্যাহত শ্রম কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় অবশেষে মালয়েশিয়া সরকার প্রায় ২,৬৭,০০০ (দুই লক্ষ সাতষট্টি হাজার) অবৈধ বাংলাদেশী কর্মীকে বৈধতা দিয়েছে। বর্তমানে জি-টু-জি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছ ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে এবং স্বল্প ব্যয়ে শুধুমাত্র প্লানটেশন সেক্টরে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশী কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। জি-টু-জি প্রক্রিয়ায় কর্মীরা বর্তমানে নামমাত্র ২৪ হাজার টাকায় মালয়েশিয়ায় গমন করতে পারছে। জি-টু-জি পদ্ধতিতে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণের জন্য সারা দেশে ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার কর্মীর রেজিস্ট্রেশন করে ডাটাব্যাংক তৈরী করা হয়। এ ডাটা ব্যাংক থেকে মালয়েশিয়া গমনে ইচ্ছুক কর্মীদের কম্পিউটারাইজড দ্বৈবচয়ন পদ্ধতিতে প্রাথমিকভাবে ৩৬,০৩৮ জনকে নির্বাচন করা হয়। তন্মধ্যে মেডিকেল টেস্টে ফিট কর্মীদের ফিঙ্গার প্রিন্ট গ্রহণ, ছবি এবং পাসপোর্ট স্ক্যান করে প্রত্যেক কর্মীর পূর্ণাঙ্গ বায়োডাটাসহ ১০,০০০ কর্মীর তালিকা মালয়েশিয়া সরকারের নিকট প্রেরণ করা হয়। মালয়েশিয়া সরকারের নিকট থেকে ৭,৬২২ জন কর্মীর ভিসা রেফারেন্স পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৬,৮৯৭ জন কর্মী মালয়েশিয়া গমন করেছে। মালয়েশিয়া সরকারের চাহিদা পত্র পাওয়ার পর অবশিষ্ট কর্মীগণের মালয়েশিয়ায় প্রেরণ করা সম্ভব হবে। মালয়েশিয়া ছাড়াও সৌদি আরবে ১৭,০০০/- টাকা, জর্ডানে মহিলা কর্মী প্রেরণে ১০,০০০/- টাকা এবং ইপিএস-এর মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়ায় সর্বমোট ৮৫০ মার্কিন ডলারে কর্মী প্রেরণ সম্ভব হচ্ছে।

৩.২ আইন, বিধি, নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন:

বিদেশে জনশক্তি প্রেরণ বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম ভিত। এখাতের গুরত্ব অপরিসীম বিবেচনায় সরকার জনশক্তি প্রেরণকে থ্রাস্ট সেক্টর হিসেবে ঘোষণা করেছে। গুরুত্বপূর্ণ এখাতের জন্য সমন্বিত নীতিমালার বিকল্প নেই। বৈদেশিক কর্মসংস্থান কার্যক্রম সুষ্ঠু ও গতিশীলভাবে পরিচালনার জন্য সরকার ২০০৬ সালে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি' প্রণয়ন করে। পরবর্তীতে সরকার বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতিমালা ২০১৩ প্রণয়ন করে। এছাড়া নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করার জন্য ২০১৩ সালে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০০৬'-কে সময়োপযোগী করে তোলার জন্য এটি সংশোধনপূর্বক 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৫'-এর খসড়া প্রণয়ন প্রায় চূড়ান্ত করা হয়। সংশোধিত নীতিতে নিরাপদ অভিবাসনের লক্ষ্যে বিদেশে শ্রমবাজার সম্প্রসারণ, অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন, নারীর মর্যাদা সহকারে অভিবাসন ও সুরক্ষা এবং অভিবাসী কর্মীদের পরিবারের সুরক্ষা ও কল্যাণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.৩ রিজিওনাল কনসালটেটিভ প্রসেস:

৩.৩.১ কলম্বো প্রসেস (CP)

কলম্বো প্রসেস হচ্ছে এশিয়ার ১১টি অভিবাসী কর্মী প্রেরণকারী দেশের আঞ্চলিক সংগঠন। এই সংগঠনের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ হচ্ছে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম। সদস্য দেশসমূহের মধ্যে কর্মী প্রেরণের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে আলাপ আলাচনার মাধ্যমে কর্মীদের স্বার্থ ও কল্যাণ নিশ্চিত করাই এ সংগঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ এশিয়ার অন্যতম কর্মী প্রেরণকারী দেশ হিসাবে কলম্বো প্রসেসের সদস্য এবং বর্তমানে বাংলাদেশ কলম্বো প্রসেসের চেয়ারম্যান। বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী গত ১৪ ডিসেম্বর ২০০৯ থেকে কলম্বো প্রসেসের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। কলম্বো প্রসেসের মন্ত্রী পর্যায়ের ১ম সম্মেলন ২০০৩ সালে শ্রীলংকায়, ২য় সম্মেলন ২০০৪ সালে ফিলিপাইনে এবং ৩য় সম্মেলন ২০০৫ সালে ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ কলম্বো প্রসেসের সভাপতি হিসেবে জনশক্তি রপ্তানিকারক ১১টি দেশের মন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ঢাকায় গত ১৯-২১ এপ্রিল ২০১১

Fourth Ministerial Consultation on Overseas Employment and Contractual Labour for Countries of Origin in Asia শীর্ষক সম্মেলন সফলভাবে আয়োজন করে। এতে বহিঃর্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪র্থ কলম্বো প্রসেস সামিট উদ্বোধন করেন। ৪র্থ কলম্বো প্রসেস সম্মেলনের থিম ছিল Migration with Dignity। এ সম্মেলনে জনশক্তি প্রেরণকারী ১১টি দেশ ছাড়াও ৯টি কর্মী নিয়োগকারী দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করে। কলম্বো প্রসেস সম্মেলনে অভিবাসী কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা এবং মর্যাদার সাথে তাদের অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য সকল সদস্য রাষ্ট্রের সর্বসম্মতিক্রমে যৌথভাবে 'ঢাকা ঘোষণা' গৃহীত হয়। ০৬-০৭ মে, ২০১৪ তারিখে শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত Senior Officials Meeting (SOM) সম্মেলনে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। ১৫-১৭ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত 2nd Senior Officials Meeting (SOM) of CP and 3rd Asia-EU Dialogue সম্মেলনে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন।

৩.৩.২ আবুধাবি ডায়ালগ

আবুধাবি ডায়ালগ এশিয়ায় অস্থায়ী শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি পারস্পরিক সহযোগিতার একটি প্লাটফরম তৈরী করেছে। ২০০৮ সালে শুরু হওয়া এ কার্যক্রমে বর্তমানে বাংলাদেশ সহ ১৮টি সদস্য রাষ্ট্র এবং তিনটি পর্যবেক্ষক দেশ রয়েছে। বাংলাদেশ এ ডায়ালগের সক্রিয় সদস্য। এর মাধ্যমে উৎস ও গন্তব্য দেশের মধ্যে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে চুক্তিভিত্তিক শ্রম অভিবাসনের বিষয়ে এ অঞ্চলের নীতি ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রসমূহের উন্নয়নের উদ্যোগ নেয় হয়ে থাকে। ২৬-২৭ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে কুয়েতে অনুষ্ঠিত Third ministerial consultation of the Abu Dhabi Dialogue (ADD) সম্মেলনে এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন।

৩.৩.৩ বুদাপেস্ট প্রসেস

অভিবাসন বিভিন্ন নীতিগত ও বেস্ট প্র্যাকটিসসমূহের উন্মুক্ত আলোচনা ও তথ্য বিনিময়ের একটি ফোরাম এই বুদাপেস্ট প্রসেস। প্রায় দুই দশক ধরে প্রায় ৫০ দেশ ও ১০টি আন্তর্জাতিক সংস্থার সমন্বয়ে এ ফোরামকাজ করছে। ২০১৩ সালে এটি "সিল্ক রুট অভিবাসন অংশীদারত্ব" ঘোষণা করে। মূলতঃ ইউরোপ ও এর পূর্বাঞ্চলের দেশসমূহ এর কর্মক্ষেত্র হলেও অন্যান্য দেশের সংগে বাংলাদেশও এ প্রসেসের সংগে যুক্ত রয়েছে। ১০-১২ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে তাজাকিস্তানে অনুষ্ঠিত 5th Budapest Process Meetion of the Working Group on the Silk Routes Region সম্মেলনে এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (সংস্থা)-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে তুরস্কে অনুষ্ঠিত 22nd Senior Official Meeting of the Budapest Process in Istanbul-এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (কল্যাণ ও মিশন)-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন।

৩.৩.৪ Global Forum on Migration and Development (GFMD) এর মন্ত্রী পর্যায়ে সামিট:

অভিবাসন বিষয়ে কর্মী প্রেরণকারী, গ্রহণকারী, জাতিসংঘের সদস্য পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রসমূহের অংশগ্রহণে গত ২১-২২ নভেম্বর ২০১২ খ্রিঃ তারিখে মরিশাসে Global Forum on Migration and Development (GFMD) এর মন্ত্রী পর্যায়ের Summit Meeting মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল `Enhancing the Human Development of migrants and their Contribution to the Development of Communities and States'| GFMD Summit Meeting প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়। অভিবাসী ও তাঁদের পরিবারের উত্তরোত্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে পূর্ববর্তী সম্মেলন এবং বার্ষিক সভাসমূহে উত্থাপিত সুপারিশসমূহের মধ্য হতে বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশসমূহ সম্পর্কে করণীয় বিষয়ে এ সম্মেলনে আলোচনা হয়। অভিবাসন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত ফোরামে ৩টি রাউন্ড টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসব বৈঠকে Circulating Labour for Inclusive Development, Factoring Migration into Development Planning, Managing Migration and Migrant Protection for Human Development Outcomes বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া এ ফোরামে ভবিষ্যত সম্পর্কে সম্ভাব্য অপশনসমূহের কৌশলগত ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণের লক্ষ্যে একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ২০০৯, ২০১০ ও ২০১১ সনে GFMD -এর মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ অভিবাসন বিষয়ক আন্তঃরাষ্ট্রীয় এ ফোরামের ৩টি রাউন্ড টেবিল বৈঠকে অভিবাসন বিষয়ক এবং অভিবাসী কর্মীর মানবিক অধিকার সুরক্ষায় অভিবাসন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে। ১২-১৬ মে, ২০১৪ তারিখে সুইডেনে অনুষ্ঠিত 7th Global Forum on Migration and Development (GFMD) সম্মেলনে এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেন এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন।

৩.৪ শ্রম অভিবাসন বিষয়ে কর্মী গ্রহণকারী দেশের সঙ্গে আলোচনা ও চুক্তি স্বাক্ষর:

- মালয়েশিয়া: ০২-০৪ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে মালয়েশিয়ায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এ সময়ে জি টু জি পদ্ধতিতে মালয়েশিয়ার সারাওয়াকে বাংলাদেশী কর্মী অভিবাসন বিষয়ে একটি প্রটোকল স্বাক্ষর হয়।

৩.৫ অভিবাসন ব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা:

৩.৫.১ রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩-এর ১২ ও ১৮ ধারা অনুযায়ী ২০১৪ সালে রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে লাইসেন্স বাতিল ও লাইসেন্স-এর কার্যক্রম স্থগিত করা হয়।

লাইসেন্স বাতিল	লাইসেন্স স্থগিত
০৫ টি	০৬ টি

৩.৫.২ অভিবাসন প্রক্রিয়া ডিজিটাইজেশন

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট নতুনভাবে ডিজাইন করে চালু করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব থেকে সচিব পর্যন্ত সকল কর্মকর্তার টেবিলে এলসিডি মনিটরসহ কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে। প্রতিটি শাখা/অধিশাখায় কম্পিউটার, স্ক্যানার, প্রিন্টার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যন্ত্রাংশ প্রদান করা হয়েছে। ফটোকপি মেশিন এবং ফ্যাক্স মেশিন রয়েছে। ইন্টারনেট কানেকশন প্রদান ও ওয়াইফাই জোন চালু করা হয়েছে। এ সব যন্ত্রাংশ এবং ওয়েবসাইট/ইন্টারনেটের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পাদন করা সহজ হচ্ছে। এ ছাড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থায় ওয়েবসাইট এবং ইন্টারনেট চালু করা হয়েছে। বিএমইটি'র অধীনে মাঠ পর্যায়ের জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস এবং বিভাগীয় অফিসসমূহে এবং ৪৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ইন্টারনেটের ব্যবস্থা রয়েছে। বিদেশগামী কর্মীদের বাধ্যতামূলক অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, ফিঙ্গার প্রিন্ট সম্বলিত স্মার্ট কার্ড প্রদান, অনলাইনে ভিসা যাচাই, প্রতারিত কর্মীদের অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের সুবিধা প্রণয়ন করে অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজড করার মাধ্যমে একে আরো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করা হয়েছে। অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ব্যাপক ডিজিটাইজেশন করার মাধ্যমে ডাটাবেজ নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে এবং ডাটা ব্যাংক হতে কর্মী নিয়োগ আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বর্তমানে ডাটাবেজে প্রায় ২২ লক্ষ বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীকে প্রায় ৪৮টি স্কিল ক্যাটাগরির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়াও স্মার্ট কার্ডে অভিবাসী কর্মীর সকল তথ্য সংরক্ষিত রাখা হচ্ছে। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, কম্পিউটারে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে কর্মী নির্বাচন, ভিসার সঠিকতা যাচাই ও অভিযোগ দাখিলের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত হচ্ছে এবং বাংলাদেশে অঞ্চলভিত্তিক সমতার ভিত্তিতে বিদেশে কর্মী প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজড করায় বিদেশে কর্মী প্রেরণ প্রক্রিয়ায় মধ্যস্বত্বভোগী ও দালালদের দৌরাত্ম্য হ্রাস পেয়েছে এবং অভিবাসন ব্যয় বহুলাংশে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

৩.৫.৩ ভিজিলেন্স টাস্কফোর্সের কার্যক্রম

অবৈধভাবে বিদেশে কর্মী গমন রোধকল্পে এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট)-এর নেতৃত্বে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স রয়েছে। এই টাস্কফোর্স অবৈধভাবে বিদেশে কর্মী গমন রোধকল্পে হযরত শাহজালাল (রহ:) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে থাকে। অবৈধ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের প্রতারণা রোধকল্পে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি রিক্রুটিং এজেন্সি/ ভিসা কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে অভিবাসী কর্মীদের বিদেশ গমনে সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে চাকরির নিশ্চয়তা/পার্টটাইম কাজ/ওয়ার্ক পারমিট এর প্রলোভন দেখিয়ে অবৈধভাবে অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে যে সকল বিজ্ঞপ্তি নজরে আসে সে সকল বিজ্ঞাপন বন্ধে এ মন্ত্রণালয় উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া রিক্রুটিং এজেন্টের লাইসেন্স অনুমোদনের শর্তাবলী প্রতিপালন করা হচ্ছে কিনা, রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা, অভিবাসন ব্যয় যথাযথভাবে মানা হচ্ছে কিনা, অভিবাসীদের ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়ায় কোন অনিয়ম হচ্ছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে মনিটরিংসহ নিয়মিত রিপোর্ট প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী তদারকির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ২০১৪ সালে টাস্কফোর্স মোট ১৪টি অভিযান পরিচালনা করেছে।

৩.৬ মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম/প্রশিক্ষণ ও দক্ষ জনবল তৈরি :

৩.৬.১ কারিগরি প্রশিক্ষণ

বিশ্বায়নের এযুগে অদক্ষ শ্রমিকের তুলনায় দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বেশী বিধায় এ বিষয়টি মাথায় রেখে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর বর্তমান সরকার গুরুত্ব আরোপ করেছে। বিশ্বের শ্রমবাজারে দক্ষ জনশক্তির চাহিদার প্রেক্ষিতে এবং দেশের বেকারত্ব নিরসনের লক্ষ্যে অদক্ষ কর্মীকে প্রশিক্ষিত করে অধিক হারে দক্ষ কর্মী তৈরি ও তাদের বিদেশে প্রেরণের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) দেশের বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিএমইটি'র অধীনস্থ ৪৭টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৪৮টি কর্মসংস্থান উপযোগী ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রশিক্ষণ প্রদানের সক্ষমতা বছরে প্রায় ৯০ হাজার। এছাড়া আরো ২১টি নতুন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ২টি নতুন ইনষ্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলোজি (আইএমটি) স্থাপনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে, যা ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সমাপ্ত হবে। নতুন নির্মাণাধীন এসকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শেষ হলে প্রতিটি জেলায় একটি করে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হবে এবং প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বছরে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজারে দাঁড়াবে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা বর্তমানে কিছুটা কাটিয়ে উঠার কারণে আগামীতে বছরে প্রায় ৬-৭ লক্ষ কর্মীর বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে প্রতিবছর গড়ে আরও প্রায় ৪ লক্ষ ৫০ হাজার হতে ৫ লক্ষ ৫০ হাজর কর্মীর প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজন হবে। এ বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে ৪৩৯টি নতুন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বছরে আরো প্রায় ৪ লক্ষ ৫০ হাজার হতে ৫ লক্ষ ৫০ হাজর কর্মীর প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হবে। ২০১৪ সালে বিভিন্ন ট্রেডে মোট ১ লক্ষ ১৫ হাজার কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩.৬.২ দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল

২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরে দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলের অর্থ দিয়ে বিদেশগামী কর্মীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি/স্কীমসহ বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণের ফলে বিদেশগামী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর ফলে রেমিটেন্সের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। গৃহীত ও বাস্তবায়নাধীন স্কিম/কার্যক্রম/কর্মসূচিসমূহের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

(অংকসমূহ একক টাকায়)

ক্রঃ নং	স্কীম/কার্যক্রম/ কর্মসূচি	প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদকাল	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ		মোট বরাদ্দের পরিমাণ	মন্তব্য
			১ম কিস্তি	২য় কিস্তি		
১	"Facilitating Training and Dispatch of Female Domestic Workers to Hong Kong" শীর্ষক স্কিম	৯৩৫.৬৫ লক্ষ (নয় কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) টাকা। ০১-০১-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।	৪০,৩০,৬০০/ (চল্লিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার ছয়শত) টাকা	২,৮১,২১,০০০/ (দুই কোটি একাশি লক্ষ একুশ হাজার) টাকা	৩,২১,৫১,৬০০/ (তিন কোটি একুশ লক্ষ একান্ন হাজার ছয়শত) টাকা	১১ টি টিটিসির মাধ্যমে পরিচালিত (উপকারভোগীর সংখ্যা ৭৬৫ জন)
২	"২০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম" শীর্ষক কর্মসূচি	৪,৫৭,০০,০০০/ (চার কোটি সাতান্ন লক্ষ) টাকা ০১-০১-২০১২ থেকে ৩০-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	১,৯৩,০০,০০০/ (এক কোটি তিরানব্বই লক্ষ) টাকা	৬৬,০০,০০০/ (ছেষট্টি লক্ষ) টাকা	২,৫৯,০০০০০/ (দুই কোটি উনষাট লক্ষ) টাকা	২০টি টিটিসির মাধ্যমে পরিচালিত (উপকারভোগীর সংখ্যা ১,৬০০ জন)
৩	সৌদি আরব গমনেচ্ছু কর্মীদের বাধ্যতামূলক Orientation Training	১২,০০,০০০/- (বার লক্ষ) টাকা ০১-০৯-২০১২ থেকে চলমান	৩,৬০,০০০/ (তিন লক্ষ ষাট হাজার) টাকা	১৮,৩০,৪৪০/ (আঠার লক্ষ ত্রিশ হাজার চারশত চল্লিশ) টাকা	২১,৯০,৪৪০/ (একুশ লক্ষ নব্বই হাজার চারশত চল্লিশ) টাকা	বিকেটিটিসি ও বিজেটিটিসির মাধ্যমে পরিচালিত (উপকারভোগীর সংখ্যা ২৪,৯৭২ জন)
৪	জেলা প্রশাসক ও বোয়েসেলের মাধ্যমে আগত কর্মীদের হাউজ কিপিং প্রশিক্ষণ কোর্স	১৩,৬৫,৫২০/ (তের লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশত বিশ) টাকা ০২-০৫-২০১১ থেকে চলমান	৮,২৩,১৯০/ (আট লক্ষ তেইশ হাজার একশত নব্বই) টাকা	৫,৬৯,১০০/ (পাঁচ লক্ষ উনসত্তর হাজার একশত) টাকা	১৩,৯২,২৯০/ (তের লক্ষ বিরানব্বই হাজার দুইশত নব্বই) টাকা	বিকেটিটিসির মাধ্যমে পরিচালিত (উপকারভোগীর সংখ্যা ৫১৭ জন)
৫	জর্ডানে মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণের প্রশিক্ষণ ব্যয়	৪০,৬০,০০০/ (চল্লিশ লক্ষ ষাট হাজার) টাকা ০৯-০৭-২০১২ থেকে চলমান	২৩,১০,০০০/ (তেইশ লক্ষ দশ হাজার) টাকা	-	২৩,১০,০০০/ (তেইশ লক্ষ দশ হাজার) টাকা	১৪টি টিটিসির মাধ্যমে পরিচালিত (উপকারভোগীর সংখ্যা ৬২৯ জন)
৬	'দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ' সংক্রান্ত কর্মসূচি	৪,১৪,০৫,০০০/ (চার কোটি চৌদ্দ লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা, ০১-০১-২০১৪ থেকে ৩১-১২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	-	-	-	উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ, (প্রকবৈকম) কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন
৭	"বৈদেশিক শ্রমবাজার গবেষণা ও উন্নয়ন সেল"	৩,৪২,৫০,০০০/ (তিন কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ০১-০৪-২০১৩ থেকে ৩১-০৩-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	৭১,১০,০০০/- (একাত্তর লক্ষ দশ হাজার) টাকা	-	৭১,১০,০০০/- (একাত্তর লক্ষ দশ হাজার) টাকা	উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ, (প্রকবৈকম) কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন
৮	''প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পুনর্বিন্যাস ও দক্ষতা বৃদ্ধি'' শীর্ষক কার্যক্রম	৮৩,০০,০০০/- (তিরাশি লক্ষ) টাকা ০১-০৭-২০১২ থেকে ৩০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ (অদ্যাবধি চলমান রয়েছে)	২০,০০,০০০/ (বিশ লক্ষ) টাকা	১৭,০০,০০০/ (সতের লক্ষ) টাকা	৩৭,০০,০০০/ (সাঁইত্রিশ লক্ষ) টাকা	অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল, প্রকবৈকম (উপকারভোগী: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়)

(অংকসমূহ একক টাকায়)

ক্রঃ নং	স্কীম/কার্যক্রম/ কর্মসূচি	প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদকাল	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ		মোট বরাদ্দের পরিমাণ	মন্তব্য
			১ম কিস্তি	২য় কিস্তি		
৯	সারাদেশের ৬৪টি জেলায় প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের জন্য কম্পিউটার ক্রয়ের লক্ষ্যে বরাদ্দ প্রদান	৩২,০০,০০০/ (বত্রিশ লক্ষ) টাকা ২২-০২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ থেকে চলমান	৩২,০০,০০০/ (বত্রিশ লক্ষ) টাকা	২,১৭,৬০০/ (দুই লক্ষ সতের হাজার ছয়শত) টাকা	৩৪,১৭,৬০০/ (চৌত্রিশ লক্ষ সতের হাজার ছয়শত) টাকা	(উপকারভোগী: সংশ্লিষ্ট জেলার অধিবাসীগণ)

৩.৭ প্রবাসী কল্যাণ কার্যক্রম:

৩.৭.১ প্রবাসে মৃত কর্মী

- প্রবাসে মৃত কর্মীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান

  বিদেশে বৈধভাবে গমনকারী মৃত কর্মীর প্রত্যেক পরিবারকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। ১ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখ হতে প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর প্রত্যেক পরিবারকে আর্থিক অনুদান হিসেবে ৩ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। উক্ত তারিখের পূর্বে মৃত্যুবরণকারীর পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হত। ২০১৪ সালে প্রবাসে মৃত ৩০৪৭ জন মৃতের পরিবারকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে মোট ৭২,২৮,৬৯,৬০০/- টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।

- মৃতদেহ দেশে আনয়ন

  প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী বাংলাদেশি কর্মীর মৃতদেহ পরিবারের লিখিত মতামত সাপেক্ষে দেশে আনা হয়। কোন মৃতের পরিবার মৃতদেহ সংশ্লিষ্ট দেশে দাফনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে সেদেশে দাফনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ২০১৪ সালে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ৩৩৩৫ জন প্রবাসী কর্মীর মৃতদেহ দেশে আনা হয়েছে এবং মৃতের পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

- মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রদান

  প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী বাংলাদেশি কর্মীর মৃতদেহ বিমানবন্দরে তার পরিবারের নিকট হস্তান্তরের সময় মৃতের পরিবারকে মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ আর্থিক সাহায্য হিসেবে ৩৫ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়। ২০১৪ সালে প্রবাসে মৃত ২৭১৮ জন মৃতের পরিবারকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ ৯,৫১,৩০,০০০/- টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।

- মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্স আদায় ও বিতরণ

  প্রবাসে কর্মীর মৃত্যুজনিত কারণে নিয়োগকর্তা/অন্য কোন সংস্থা/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান হতে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্স পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা সংশ্লিষ্ট দেশের বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশনের মাধ্যমে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং ওয়ারিশদের অনুকূলে যথাযথভাবে বিতরণ করা হয়। ২০১৪ সালে প্রবাসে মৃত ৩২৬ জন কর্মীর পরিবারকে মৃতের অনুকূলে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/ইন্স্যুরেন্স বাবদ আদায়কৃত মোট ৫১,৪২,৯৮,৪০৯/- টাকা বিতরণ করা হয়।

৩.৭.২ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের জন্য ২০১২ সাল থেকে শিক্ষা বৃত্তি চালু করা হয়। বর্তমানে পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি ক্যাটাগরিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত প্রবাসী কর্মীর সন্তান যারা দেশের বিভিন্ন স্কুল/কলেজ ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়/মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত আছে তাদের মধ্য থেকে নির্ধারিত সংখ্যক শিক্ষার্থীকে এ বৃত্তি দেয়া হয়। ২০১৪ সালে ৩২২ জন শিক্ষার্থীকে সর্বমোট ৫৩ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

৩.৭.৩ বিদেশগামী কর্মীর প্রাক-বর্হিগমন বিফ্রিং প্রদান

চাকরি নিয়ে বিদেশ গমনকারী কর্মীদের নিয়োগকারী দেশের আইন ও নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি, ভাষা, শ্রম আইন, আবহাওয়া ও পরিবেশ, ভাষা, অধিকার-কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দিতে বিদেশ গমনের পূর্বে প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান করা হয়। ২০১৪ সালেও বিদেশ গমনেচ্ছু ১৯,১৮৮ জন কর্মীকে প্রাক বহির্গমন বিফ্রিং প্রদান করা হয়েছে।

৩.৮ আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০১৪ উদযাপন:

অভিবাসী কর্মীর অবদানকে মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে জাতিসংঘ ১৮ ডিসেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে। এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উদযাপন করা হয়। ২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসটি জাঁকজমকপূর্ণভাবে বাংলাদেশে উদযাপন করা হয়। ২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'নিরাপদ অভিবাসন, দিন বদলের লক্ষ্য অর্জন'। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী এ দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানমালা উদ্বোধন করেন। আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসে র‍্যালি, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, জব ফেয়ার, সেমিনার, শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ভিডিও কনফারেন্স ইত্যাদি অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়।

৩.৯ সিআইপি নির্বাচন:

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতিবছর ৩টি ক্যাটাগরিতে সর্বোচ্চ ২৫জনকে বানিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনাবাসি বাংলাদেশি) সিআইপ হিসাবে নির্বাচন করা হয়। সে প্রেক্ষিতে ২০১৪ সালে ২০১১ সালের জন্য ০৯ জন, ২০১২ সালের জন্য ১১ জন এবং ২০১৩ সালে ১১ জনসহ মোট ৩১ জন সিআইপি (এনআরবি) নির্বাচিত করা হয়।

ক্যাটাগরি/সাল	২০১১	২০১২	২০১৩	মোট
সিআইপি (এনআরবি) বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী	০৯	১০	১০	২৯
সিআইপি (এনআরবি) বাংলাদেশি পণ্যের আমদানিকারক	০১	০০	০১	০২

৩.১০ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে কর্মীদের ঋণ প্রদান:

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর হতে ২০/০৬/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত এ ব্যাংক দেশের ৬৪ জেলার ৫,২৪৪ (পাঁচ হাজার দুইশত চৌচল্লিশ) বিদেশগামী কর্মীকে ৯% মুনাফায় 'অভিবাসন ঋণ' প্রদান করে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, ব্রুনাই, মালয়েশিয়া, কুয়েত, সিঙ্গাপুর, ইতালি, কাতার, মরিশাস, জর্ডান, লেবানন, দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং, বাহরাইন এমনকি বেলারুশ, সাইপ্রাস ও তাজাকিস্তান গমনেও সহায়তা করেছে। বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ প্রায় ৪৫ কোটি টাকা। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এই ব্যাংক জামানতবিহীন ৯% মুনাফায় মাত্র ৩ দিনের মধ্যে ঋণ প্রদান করে। তাছাড়া বিদেশ ফেরৎ ১০০ জন কর্মীকে ১১% মুনাফায় পুনর্বাসন ঋণ প্রদান করে। এ সকল ঋণের বিপরীতে আদায়ের হার ৬৯%। ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে এ ব্যাংকের পক্ষে অতি দ্রুত ঋণ বিতরণসহ সার্বিক সেবা প্রদান কার্যক্রম করা হচ্ছে।

৩.১১ অন্যান্য কার্যাবলি:

৩.১১.১ প্রশাসনিক (নিয়োগ/পদোন্নতি/পদ স্থায়ীকরণ/ক্রয় ইত্যাদি সংক্রান্ত)

ক্র/নং	গৃহিত কার্যক্রম	অগ্রগতি
০১	কর্মচারী নিয়োগ	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ৩য় শ্রেণির সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদের ০৭টি এবং অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের ০৫টি মোট ১২টি শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা কোটায় উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়ায় সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদের ০৩টি এবং অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের ০২টি মোট ০৫টি পদ পরবর্তীতে নিয়োগের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। বর্তমানে উক্ত নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
০২	কর্মচারীদের পদোন্নতি	অফিস সহায়ক পদে কর্মরতদের মধ্য হতে বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দু'জন অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে ০৩-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে পদোন্নতি দেয়া হয়।
০৩	সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল প্রদান	এ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ২য় শ্রেণির ০৩ জন কর্মকর্তাকে বিগত ০৪-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়।
০৪	পদ স্থায়ীকরণ	এ মন্ত্রণালয়ের প্রথম পর্যায়ে সৃজিত ৩৫টি পদের মধ্য ২৯টি পদ ০৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে স্থায়ী করা হয়।
০৫	ক্রয় সংক্রান্ত কার্যাদি	২০১৪ সালে এ মন্ত্রণালয়ে ২০টি কম্পিউটার, ০৪টি ল্যাপটপ, ২০টি লেজার প্রিন্টার, ২০টি ইউপিএস এবং ১টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়।

৩.১১.২ অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি

মোট প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	মন্তব্য
১১৪টি	৫৩টি	৬১টি	

৩.১১.৩ কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণ, আন্তর্জাতিক সেমিনার/সম্মেলন-এ অংশগ্রহণ

- এ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে ই-ফাইলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ২৭-২৮ জানুয়ারী, ২০১৪ তারিখে জাপানে অনুষ্ঠিত Labour Migration in Asia Strengthening Labour Migration Governance & Regional Co-operation সম্মেলনে এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন।
- ০৯-১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখে বাহরাইনে অনুষ্ঠিত Explore and expansion of labour market for Bangladeshi workers and facilities & environment সম্মেলনে এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (কর্মসংস্থান)-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন।
- ১৮-২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখে নেপালে অনুষ্ঠিত The Regional Workshop on Bilateral Agreements and Memoranda of Understanding সম্মেলনে এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (কর্মসংস্থান)-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন।

- ২৩-২৪ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে ইটালিতে অনুষ্ঠিত The Fair Recruitment Initiative Workshop-এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন।
- ১২-১৪ মে, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত মালয়েশিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় Explore and expansion of labour market for Bangladeshi workers and facilities & working environment সম্মেলনে এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (প্রশাসন)-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন।
- ১৭-১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে ভারতে অনুষ্ঠিত Migration and Care সম্মেলনে এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট)-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন।
- ২১-২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে নেপালে অনুষ্ঠিত The Regional Labour Migration ওয়ার্কশপে এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব অংশগ্রহণ করেন।
- ১২-১৬ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে সংযুক্ত আরব আমিরাতে মৃত কর্মীর ক্ষতিপূরণ আদায় সংক্রান্ত কার্যাদি সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (প্রশাসন)-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করেন।
- ২৮-২৯ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে সিংগাপুরে অনুষ্ঠিত The Regional Consultation on Health & Labour Rights of Women Migration Workers সম্মেলনে এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (কর্মসংস্থান)-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন।
- ১৯ নভেম্বর থেকে ০২ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে চীনে অনুষ্ঠিত The Seminar on Professional Program for Young Diplomats সম্মেলনে এ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী প্রধানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন।
- ২৫-২৭ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে ইরানে অনুষ্ঠিত The Second regional training on legal migration, labour migration and integration প্রশিক্ষণে এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট)-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন।
- ০৩-০৪ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (কর্মসংস্থান) নেপালে অনুষ্ঠিত The Inter-regional Experts Meeting-এ অংশগ্রহণ করেন।

৩.১১.৪ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহ

ক্র/ নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম	মোট খরচ (২০১৪ সালের)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
বিনিয়োগ প্রকল্প					
১।	মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি মেরিন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন (২য় সংশোধিত)। **বাস্তবায়নকাল:** ০১/০৪/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৫ পর্যন্ত **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ২১৪৫১.৮২ লক্ষ টাকা	ক) মেরিন টেকনোলজি ইন্সটিটিউট স্থাপন করা। (খ) নৌ-বিদ্যায় বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ দান। (গ) প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে দেশে বিদেশে কর্মসংস্থান প্রদান করা।	৪০৬২.৩৫ লক্ষ টাকা ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত খরচ ১২৪০০.০০ লক্ষ টাকা।	১১.২২% ৫৬.৩৪%	ফরিদপুর, বাগেরহাট ও সিরাজগঞ্জ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির নির্মাণ কাজ শেষে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মুন্সিগঞ্জ ও চাঁদপুর ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
২।	বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত) **বাস্তবায়নকাল:** ০১/০৭/২০১০ হইতে ৩১/১২/২০১৫ পর্যন্ত। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৮২৫৭১.৭৩ লক্ষ টাকা	দেশের বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ (কারিগরি ও ভোকেশনাল) প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২৭টি জেলায় ২৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	২৫৩৬৩.২৯ লক্ষ টাকা ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত খরচ ৪৭২২৩.৬১ লক্ষ টাকা।	৩০.৭১% ৫৭.১৯%	০৫টি (নড়াইল, গোপালগঞ্জ, বি-বাড়ীয়া, চুয়াডাঙ্গা ও শেরপুর) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পূর্ত নির্মাণ কাজ ৯৯% শেষ। ০৩টি (গোপালগঞ্জ, শেরপুর ও বি-বাড়ীয়া) টিটিসিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বাকী ২টি (নড়াইল ও চুয়াডাঙ্গা) টিটিসিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরুর প্রক্রিয়া চলছে। মে/১৫মাসে আরো ০৫টি টিটিসির (রাজবাড়ী, ভোলা, কুড়িগ্রাম, ঝালকাঠি ও নীলফামারী) পূর্ত নির্মাণ শেষে হবে। বিএমইটি জনবল নিয়োগ করে প্রশিক্ষণ কাজ শুরু করতে পরবে। জুন/১৫মাসে ১০টি (কিশোরগঞ্জ, মাগুরা, পঞ্চগড়, বরগুনা, পিরোজপুর, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, মৌলভীবাজার, সাতক্ষীরা ও মানিকগঞ্জ) কেন্দ্রের পূর্ত নির্মাণ কাজ শেষে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হবে। অবশিষ্ট ৭টি টিটিসির পূর্ত নির্মাণ কাজ চলমান থাকবে।

ক্র/ নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম	মোট খরচ (২০১৪ সালের)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
১।	মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি মেরিন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন (২য় সংশোধিত)। বাস্তবায়নকাল: ০১/০৪/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৫ পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয়: ২১৪৫১.৮২ লক্ষ টাকা	ক) মেরিন টেকনোলজি ইন্সটিটিউট স্থাপন করা। (খ) নৌ-বিদ্যায় বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ দান। (গ) প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে দেশে বিদেশে কর্মসংস্থান প্রদান করা।	৪০৬২.৩৫ লক্ষ টাকা ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত খরচ ১২৪০০.০০ লক্ষ টাকা।	১১.২২% ৫৬.৩৪%	০৫টি (নড়াইল, গোপালগঞ্জ, বি-বাড়ীয়া, চুয়াডাঙ্গা ও শেরপুর) কেন্দ্রের ৯০% প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরুর নিমিত্তে ১৫টি (ভোলা, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, রাজবাড়ী, ঝালকাঠি, পঞ্চগড়, মাগুরা, কিশোরগঞ্জ, পিরোজপুর, সাতক্ষীরা, গাইবান্ধা, মৌলভীবাজার, জয়পুরহাট, বরগুনা ও মানিকগঞ্জ) কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংগ্রহ করার প্রক্রিয়া চলছে।
৩।	বিদ্যমান পুরাতন ১১টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংস্কার ও আধুনিকায়ন (২য় পর্যায়)। **বাস্তবায়নকাল:** ০১/১০/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ পর্যন্ত। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৪৫৮০.৫৩ লক্ষ টাকা	বিদ্যমান ১১টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বৈদ্যুতিক মেরামতসহ একাডেমিক ভবন, ওয়ার্কশপ, আবাসিক ভবনসমূহের সংস্কার সম্পাদন, প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য আসবাবপত্র ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন এবং প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান।	১৪০৪.০১ লক্ষ টাকা। ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত খরচ ৩৩৯৯.৫৬ লক্ষ টাকা।	৩০.৬৫% ৭৪.২২%	প্রকল্পটি আগামী জুন/২০১৫ মাসে সমাপ্ত হবে।
৪।	বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজী এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহের প্রশিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান কর্মসূচি (৭ম পর্যায়)। **বাস্তবায়নকাল:** ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭ **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৪৮৪৮.০০ লক্ষ টাকা	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে নিয়োজিত বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত বিদ্যমান ৩৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (TTC) এবং বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (BIMT) এবং প্রস্তাবিত নতুন ৩০টি টিটিসি ও ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির (IMT) প্রশিক্ষণার্থীদেরকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর এবং তাদের ঝরে যাওয়া রোধকল্পে নিয়মিত বৃত্তি প্রদান করাই হল প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।	২০১৪ সালে মোট খরচ ২৪৯.২৫ লক্ষ টাকা। ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত খরচ ৪৩৯.৬৮ লক্ষ টাকা।	৫.১৪% ৯.১০%	ডিপিপি অনুযায়ী সংশোধিত এডিপি-তে অপর্যাপ্ত বরাদ্দ।

ক্র/ নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম	মোট খরচ (২০১৪ সালের)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প					
৫।	Enhancing the Vocational Training Program of TTC Chittagong **বাস্তবায়নকাল:** ০১/০১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৪ পর্যন্ত। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৪৬২৬.৫৪ লক্ষ টাকা (জিওবি-৭৩৮.৫৪ লক্ষ, প্রকল্প সাহায্য-৩৮৮৮.০০ লক্ষ)	KOICA এর আর্থিক সহায়তায় চট্টগ্রাম কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আধুনিকায়ন এবং শক্তিশালীকরণ।	২০১৪ সালে মোট খরচ ২৯২.০৭ লক্ষ টাকা। ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত খরচ ৫২৪.২৪ লক্ষ টাকা।	১০.৩৯% ৭০.৯৮%	প্রকল্পটি গত ডিসেম্বর ২০১৪ মাসে সমাপ্ত হয়েছে।
৬।	Promoting Decent Work through Improved Migration Policy and its Application in Bangladesh **বাস্তবায়নকাল:** জুলাই ২০১১ -ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ২৮৭০.০০ লক্ষ টাকা	১. জাতীয় উন্নয়নে কর্মী অভিবাসনের গুরুত্ব বৃদ্ধি এবং অভিবাসী কর্মীর সুরক্ষা নিশ্চিতের জন্য অভিবাসন সংক্রান্ত আইন, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক ফ্রেমওয়াককে সুসংহত করা। ২. কর্মী অভিবাসনে সেবা প্রদানের মানোন্নয়ন করা। বিশেষ করে রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধি করা। ৩. অভিবাসী কর্মীদের, বিশেষ করে, নারী কর্মীদের জন্য সামাজিক সুরক্ষামূলক কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় গাইডলাইন প্রদান করা।	২০১৪ সালে মোট খরচ হয়েছে ৬৬৪.৫৪ লক্ষ টাকা। ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত খরচ ১৯৬২.৬২ লক্ষ টাকা	১০.৩৯% ৭০.৯৮%	প্রকল্পটির অধীনে যে সকল কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে এবং বর্তমানে শেষ পর্যায়ে রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কাজের বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো: - বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ প্রণয়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং আইনটি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। - বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৫ এর চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন। বর্তমানে নীতিটি মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। - বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান তিনটি রুলস সংশোধন ও পরিমার্জন ও নতুন রুলস প্রণয়ন। - বিএমইটি'র কমপ্রিহেনসিভ সিস্টেম রিভিউ প্রতিবেদন প্রণয়ন। - বিএমইটি'র বিদ্যমান তথ্য ও উপাত্ত ব্যাবস্থাপনা উন্নীতকরণের লক্ষ্যে এর ডাটাবেজ আপগ্রেড করার জন্য প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ও সফ্টওয়্যার সরবরাহ। - প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের প্রোফাইলিং প্রস্তুতকরণ।

ক্র/ নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম	মোট খরচ (২০১৪ সালের)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
					- সাতটি বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক ও চুক্তিসমূহ পর্যালোচনা করে সমঝোতা স্মারক ও চুক্তির একটি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন। - বিভিন্ন দেশে চুক্তি ও এমওইউ স্বাক্ষরের জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন। - বাংলাদেশ এবং ৬টি গন্তব্যদেশের অভিবাসন আইন ও নীতি বিষয়ে ৩৮ জন ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের প্রশিক্ষণ প্রদান। - প্রাক–বহির্গমন ব্রিফিং এর জন্য ম্যানুয়্যাল প্রস্তুত ও প্রকাশনা। - ২০১৩ সালে লেবার এট্যাশেদের প্রশিক্ষণ প্রদান। - "Promoting Cooperation for Safe Migration and Decent Work" বিষয়ক একটি আন্তঃসরকার রিজিওনাল সেমিনার করা হয়েছে। সেমিনারে ১২টি দেশে এবং সার্ক সেক্রেটারিয়েট অংশগ্রহণ করে। সেমিনারে 'ঢাকা স্টেটমেন্ট' প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। সেমিনারের রিপোর্ট এবং উপস্থাপিত সকল টেকনিক্যাল রিপোর্ট প্রকাশনা ও বিতরণ করা হয়েছে। - রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিদের মধ্যে সুশাসনের লক্ষ্যে কোড অব কন্ডাক্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। - রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য Recruitment Agent Classification System প্রণয়ন করা হয়েছে। - ৪টি ট্রেড বেইজড (housekeeping, care giving, electrical work, construction) এর প্রশিক্ষণের জন্য ভাষা মডিউল (আরবি, ইংরেজি)

ক্র/ নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম	মোট খরচ (২০১৪ সালের)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
					- নারী অভিবাসনে নিয়োজিত ২০টি রিক্রুটমেন্ট এজেন্সীদের প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (TOT) প্রদান করা হয়েছে। - প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ বিষয়ে ৩০ টি ডেমো এবং টিটিসি কর্মকর্তা, ২২ জন ট্রেড ইউনিয়ন প্রশিক্ষক এবং ১৬ জন সিএসও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (TOT) প্রদান করা হয়েছে। - সকল টিটিসি হতে ৮৬ জন প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। - 'ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ডের' কার্যক্রম সংক্রান্ত একটি কমপ্রিহেনসিভ সিস্টেম রিভিউ প্রতিবেদন প্রণয়ন। - ঢাকা আহসানিয়া মিশন কর্তৃক ৯৯ জন কম দক্ষ নারীদের অভিবাসন বিষয়ে সচেতনামূলক এবং লাইফ স্কিল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১১৬২ জন প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের রেমিটেন্স এর ব্যবহার এবং ব্যাংকিং কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আইওএম Communication campaign এবং Awareness campaign এর মাধ্যমে ৫০,০০০ নারী-পুরুষদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ক্র/ নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম	মোট খরচ (২০১৪ সালের)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
৭।	Institutional Support for Migrant Workers' Remittances বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি ২০১২ হতে জানুয়ারি ২০১৬ **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১৮৩.০০ লক্ষ টাকা	i) Improve awareness and availability of remittance information; ii) Access to opportunities to invest remittance income; iii) Access to support in setting up micro enterprise.	২০১৪ সালে খরচ ৩.০০ লক্ষ টাকা	২%	কাজ চলমান
রাজস্ব বাজেটের আওতায় কর্মসূচি					
৮।	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজিতে ২য় শিফট পরিচালনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ (২য় পর্যায়) **বাস্তবায়নকাল:** জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৭ **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১৯৬.০০ লক্ষ টাকা	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ	২০১৪ সালে মোট খরচ ৪৫.০০ লক্ষ টাকা।	২৩%	কাজ চলমান

অধ্যায়-৪

মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থার বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম ও অগ্রগতি

৪.১ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি):

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান জনশক্তি প্রেরণকারী দেশ। বিদেশে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণ ও অভিবাসী কর্মীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত রেমিটেন্স দেশের অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করছে। দেশের অর্থনীতিকে করেছে শক্তিশালী। বর্তমানে বৈশ্বিক শ্রমবাজারে অদক্ষ কর্মীর চাহিদা ক্রমেই সংকুচিত হয়ে পড়েছে এবং প্রযুক্তির প্রসারতার কারণে দক্ষ কর্মীর চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তর ও বৈদেশিক শ্রমবাজারে সুদৃঢ় অবস্থান তৈরির লক্ষ্যে নিয়োগকারী দেশের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যুরোর অধীনে ৪১টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৪টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির মাধ্যমে ৪৮টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২০১৪ সালে ৫০,০০০ মহিলা কর্মীকে হাউজ কিপিং প্রশিক্ষণ ও ৩টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১৬০০ মহিলা কর্মীকে ওরিয়েনটেশন প্রদান, ২০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে ২০১৪ সালে ২০০০ জনকে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান এবং হংকং গমনকারী ২০০০ মহিলা কর্মীকে ১০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৪ সালে ৪৮টি ট্রেডে ১,১৫,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সর্বস্তরে কারিগরি শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জনগনের দোড়গোড়ায় জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর সেবা পৌছে দেয়ার জন্য সারা দেশব্যাপী উপজেলা পর্যায়ে ৪৬৪ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

বিদেশ গমনেচ্ছুক কর্মী ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বিদেশ গমনকৃত কর্মীদের দোড়গোড়ায় সেবা পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে দেশের ৪২টি জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস এবং ০৪টি বিভাগে ০৪টি বিভাগীয় জনশক্তি অফিসের মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের বিষয়ে তথ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া বিদেশে মৃত কর্মীর পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ পেতে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান, বৈধ ওয়ারিশ সনাক্তকরণ, অভ্যন্তরীণ শ্রম বাজার অনুসন্ধান, বিদেশ গমনেচ্ছক কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরামর্শ পদান, বৈধ ওয়ারিশ সনাক্তকরণ, অভ্যন্তরীন শ্রম বাজার অনুসন্ধান, বিদেশ গমনেচ্ছুক কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান, বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগীদের নিকট থেকে সতর্ক থাকার বিষয়ে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান আরও জোরদার করা হয়েছে।

সেবার পরিধি বৃদ্ধিকল্পে ২২টি জেলায় জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস এবং ৩টি বিভাগীয় শহরে ৩টি বিভাগীয় জনশক্তি অফিস স্থাপনসহ "৬৪টি জেলায় ৬৪টি জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস এবং ০৭ বিভাগীয় শহরে ০৭টি বিভাগীয় জনশক্তি অফিসের নিজস্ব ভবন তৈরি" শীর্ষক প্রকল্প এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ব্যুরো কর্তৃক নবায়নকৃত রিক্রুটিং লাইসেন্স-এর সংখ্যা ৯১০টি। প্রতিবেদনাধীন সময়ে বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মীদের নিকট থেকে রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে প্রাপ্ত মোট ১৩৭টি অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়েছে এবং প্রতারিত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের নিকট থেকে সর্বমোট ১,২৬,৬৩,৪০০ (এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ তেষট্টি হাজার চারশত) টাকা আদায় করে অভিযোগকারীদের প্রদান করা হয়েছে। রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ২০১৪ সালে ০৬টি রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাতিল করা হয়েছে এবং নতুনভাবে ৬১ টি রিক্রুটিং লাইসেন্স-এর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

২০১৪ সালে ব্যুরো হতে সর্বমোট ৪,২৫,৬৮৪ জন কর্মী বিদেশে গমনের জন্য ছাড়পত্র গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ৭৬,০০৭ জন নারী কর্মী। ২০১৪ সালে প্রাপ্ত সর্বমোট রেমিটেন্সের পরিমাণ ১৪,৯২৫.৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৪.২ বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল):

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	বিনা খরচে অভিবাসন	বোয়েসেল বিনা খরচেও বিদেশে কর্মী প্রেরণ করে থাকে। এসবক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি কর্মীর ইন্টারভিউ হতে সেদেশে গমন পর্যন্ত সকল ব্যয় বহন করে থাকে। এমনকি বোয়েসেলের যে সার্ভিস চার্জ তাও উক্ত কোম্পানি প্রদান করে থাকে। সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ইন্টারভিউতে আসার জন্য যাতায়াত ভাতা, আপ্যায়ন, কর্মীর মেডিকেল ব্যয়, বিমান ভাড়া, ভিসা ব্যয় সংশ্লিষ্ট কোম্পানি বহন করে। এ পদ্ধতিতে ইতিমধ্যে বোয়েসেলের মাধ্যমে কাতারে ১০৭ জন, দুবাই ২৬ জন, সৌদি আরবে ৭০ জন, মোট ২০৩ জন কর্মী প্রেরণ করা হয়েছে। প্রেরিত কর্মীরা পেশাজীবী ও দক্ষ এবং তাঁরা উচ্চ বেতনে চাকুরি করছে।	
২.	কোরিয়ায় অভিবাসন	Employment Permit System এর আওতায় বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় বোয়েসেলের মাধ্যমে ২০০৮ খ্রিঃ হতে দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। এ পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ: (১) কর্মীদের অভিবাসন ব্যয় ৮৫০ (আটশত পঞ্চাশ) ডলার সমমানে ৬৮,০০০/- টাকা মাত্র। (২) কর্মীগণ দক্ষিণ কোরিয়ায় ওভারটাইমসহ মাসিক ১ (এক) লক্ষ টাকার উপরে আয় করে থাকে এবং তাদের থাকা এবং খাবার ব্যবস্থা নিয়োগকারী কোম্পানি করে থাকে। (৩) ২০১৪ সালে EPS এর মাধ্যমে মোট ১৭১৮ জন কর্মী চাকুরি নিয়ে বোয়েসেলের মাধ্যমে কোরিয়া গমন করেছে। (৪) ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত EPS-এর মাধ্যমে মোট ১১,৬৭৮ জন কর্মী চাকুরি নিয়ে বোয়েসেলের মাধ্যমে কোরিয়া গমন করেছে। (৫) EPS এর মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়ায় গমনের জন্য কর্মী নির্বাচন এবং কর্মী প্রেরণসহ সকল প্রক্রিয়া Online এ অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পন্ন করা হচ্ছে।	
৩.	মহিলা গার্মেন্টস কর্মী অভিবাসন	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধায়নে প্রকৃত মহিলা গার্মেন্টস কর্মীদের স্বল্প খরচে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বোয়েসেল বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা নিম্নরূপ: (ক) জর্ডান ও বাহরাইন এর গার্মেন্টস কোম্পানির প্রতিনিধি ঢাকায় এসে ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে প্রকৃত মহিলা গার্মেন্টস কর্মী নির্বাচন করে থাকে। (খ) মহিলা কর্মীগণ শুধুমাত্র বোয়েসেলে ১০,০০০/- টাকা সার্ভিস চার্জ প্রদান করে জর্ডান গমন করছে। তাদের ভ্যাট, বহির্গমন ট্যাক্স, কল্যাণ ফি এবং রেজিঃ ফি সহ সর্বমোট ১৪,৯০০/- টাকা ব্যয় হয়। অন্যদিকে বাহরাইনের জন্য সর্বমোট ১৫,১৫০/- টাকা (সার্ভিস চার্জ, ভ্যাট, বহিঃগমন ফি, কল্যাণ ফি ও রেজিস্ট্রেশন ফি) বাবদ প্রদান করে থাকে। (গ) প্রত্যেক মহিলা গার্মেন্টস কর্মী ন্যূনপক্ষে মাসিক ১৪,০০০/- টাকা আয় করছে এবং কর্মীদের থাকা, খাবার এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা কোম্পানি করছে।	

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	অগ্রগতি	মন্তব্য
		(ঘ) বোয়েসেলের কোন দালাল/মধ্যস্বত্ব ভোগী /এজেন্ট নাই, বিধায় মেয়েরা সরাসরি বোয়েসেল অফিসের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে কোন প্রকার প্রতারণা বা হয়রানি ছাড়াই বিদেশ যেতে পারছে। (ঙ) ২০১৪ সালে জর্ডানের বিভিন্ন গার্মেন্টস-এ মোট ৫,৫৫৮ জন এবং বাহবারইনে ৭৮ জন মহিলা কর্মী প্রেরণ করা হয়েছে। (চ) ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত জর্ডানের বিভিন্ন গার্মেন্টস-এ মোট ১৯,৭৬২ জন মহিলা কর্মী প্রেরণ করা হয়েছে। (ছ) ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত বাহরাইনের এম.আর.এস গার্মেন্টস-এ মোট ৭৮ জন মহিলা কর্মী প্রেরণ করা হয়েছে।	
৪.	গৃহকর্মী প্রেরণঃ	(১) জর্ডানে গৃহকর্মী প্রেরণ: ২০১২ সালের মার্চ মাস হতে জর্ডানে সরকারীভাবে গৃহকর্মী প্রেরণ শুরু করছে। সর্ম্পূণ বিনা খরচে বোয়েসেল জর্ডানে গৃহকর্মী প্রেরণ করছে। ইতোমধ্যে জর্ডানের ৮টি এজেন্সির সাথে বোয়েসেল চুক্তি সম্পাদন করে ইতোমধ্যে ১৯১ জন গৃহকর্মী জর্ডানে প্রেরণ করা হয়েছে। (২) ওমানে গৃহকর্মী প্রেরণ: Explorer Group -এর সাথে চুক্তি করে বোয়েসেল মাত্র ৮৪৫০/- টাকা খরচে ওমানে মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণ করে আসছে। এ পর্যন্ত ২০৫ জন মহিলা গৃহকর্মী ওমান গমন করেছে এবং আরো শতাধিক কর্মী প্রেরণের অপেক্ষায় আছে। তবে সম্প্রতি ওমানের Noorani Trading Establishment এজেন্সির সাথে আরেকটি চুক্তি হয়েছে যার আওতায় সম্পূর্ণ বিনা খরচে এ পর্যন্ত ১৭ জন মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণ করা হয়েছে।	
৫.	ডাক্তার প্রেরণ:	২০১৪ সালে ওমান ও মালদ্বীপে ডাক্তার প্রেরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ২০১৪ সালে ওমানে ৫ জন এবং মালদ্বীপে ১৪ জন ডাক্তার গমন করেছে।	

৪.৩ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড:

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	প্রবাসে মৃত কর্মীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান	বিদেশে বৈধভাবে গমনকারী মৃত কর্মীর প্রত্যেক পরিবারকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। ১ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখ হতে প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর প্রত্যেক পরিবারকে আর্থিক অনুদান হিসেবে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। উক্ত তারিখের পূর্বে মৃত্যুবরণকারীর পরিবারকে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১৪ সালে প্রবাসে মৃত ৩০৪৭ জন মৃতের পরিবারকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে মোট ৭২,২৮,৬৯,৬০০/-(বাহাত্তর কোটি আটাশ লক্ষ উনসত্তর হাজার ছয়শত) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।	

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	অগ্রগতি	মন্তব্য
০২.	মৃতদেহ দেশে আনয়ন	প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী বাংলাদেশি কর্মীর মৃতদেহ পরিবারের লিখিত মতামত সাপেক্ষে দেশে আনা হয়। কোন মৃতের পরিবার মৃতদেহ সংশ্লিষ্ট দেশে দাফনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে সেদেশে দাফনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ২০১৪ সালে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ৩৩৩৫ জন প্রবাসী কর্মীর মৃতদেহ দেশে আনা হয়েছে এবং মৃতের পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়।	
০৩.	মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রদান	প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী বাংলাদেশি কর্মীর মৃতদেহ বিমানবন্দরে তার পরিবারের নিকট হস্তান্তরের সময় মৃতের পরিবারকে মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ আর্থিক সাহায্য হিসেবে ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকার চেক প্রদান করা হয়। ২০১৪ সালে প্রবাসে মৃত ২৭১৮ জন মৃতের পরিবারকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ ৯,৫১,৩০,০০০/- (নয় কোটি একান্ন লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।	
০৪.	মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/ বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ ইন্স্যুরেন্স আদায় ও বিতরণ	প্রবাসে কর্মীর মৃত্যুজনিত কারণে নিয়োগকর্তা/অন্য কোন সংস্থা/ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান হতে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ ইন্স্যুরেন্স পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা সংশ্লিষ্ট দেশের বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশনের মাধ্যমে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং ওয়ারিশদের অনুকূলে যথাযথভাবে বিতরণ করা হয়। ২০১৪ সালে প্রবাসে মৃত ৩২৬ জন কর্মীর পরিবারকে মৃতের অনুকূলে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/ইন্স্যুরেন্স বাবদ আদায়কৃত মোট ৫১,৮২,৯৮,৪০৯/- (একান্ন কোটি বিরাশি লক্ষ আটানব্বই হাজার চারশত নয়) টাকা বিতরণ করা হয়।	
০৫.	শিক্ষাবৃত্তি	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের জন্য ২০১২ সাল থেকে শিক্ষা বৃত্তি চালু করা হয়। বর্তমানে পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি ক্যাটাগরিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত প্রবাসী কর্মীর সন্তান যারা দেশের বিভিন্ন স্কুল/কলেজ ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়/মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত আছে তাদের মধ্য থেকে নির্ধারিত সংখ্যক শিক্ষার্থীকে এ বৃত্তি দেয়া হচ্ছে। ২০১৪ সালে ৩২২ জন শিক্ষার্থীকে সর্বমোট ৫৩,৫৮,০০০/- (তিপ্পান্ন লক্ষ আটান্ন হাজার) টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।	
০৬.	বিফ্রিং	চাকরি নিয়ে বিদেশ গমনকারী কর্মীদের নিয়োগকারী দেশের আইন ও নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি, ভাষা, শ্রম আইন, আবহাওয়া ও পরিবেশ, ভাষা, অধিকার-কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দিতে বিদেশ গমনের পূর্বে প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান করা হয়। ২০১৪ সালে বিদেশ গমনেচ্ছু ১৯,১৮৮ (উনিশ হাজার একশত আটাশি) জন কর্মীকে প্রাক বহির্গমন বিফ্রিং প্রদান করা হয়।	

৪.৪ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক:

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	**শাখা সম্প্রসারণ :** প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ২০১৪ সালে নতুন ৯টি শাখা খোলা হয়েছে। এগুলো হল শরীয়তপুর, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, ভোলা, কিশোরগঞ্জ, পিরোজপুর, মৌলভীবাজার, পাবনা ও পটুয়াখালী।	নতুন ৯টি শাখাসহ বর্তমানে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ৩৮টি-তে উন্নীত হয়েছে।	
২.	**ঋণ বিতরণ ও আদায়ের হার :** ব্যাংকের নিবেদিত কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টা এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে ২০১৪ সালে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক দেশের ৬৪ জেলার প্রায় ৩৬৬৯ জন বিদেশগামী কর্মীকে 'অভিবাসন ঋণ' প্রদান করে। বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ প্রায় ২৭.৭০ কোটি টাকা এবং একই সময়ে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক বিদেশ ফেরৎ ৬৭ জন কর্মীকে 'পুনর্বাসন ঋণ' প্রদান করেছে যার পরিমাণ প্রায় ৭৯.৫৫ লক্ষ টাকা।	অভিবাসন ঋণের বিপরীতে আদায় হার ৭২% এবং পুনর্বাসন ঋণের বিপরীতে আদায়ের হার ৬৩%।	
৩.	**অন লাইন ব্যাংকিং চালু :** প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সকল শাখায় ০১ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখ থেকে অন লাইন ব্যাংকিং চালু করা হয়েছে। এখন থেকে অত্র ব্যাংকের গ্রাহকগণ যেকোন শাখায় টাকা জমা প্রদান ও নগদ গ্রহণ করতে পারেন। এতে ঋণ গ্রহীতাদের অর্থ ও সময় উভয়ই সাশ্রয় হয়। এছাড়াও ব্যাংকে কম্পিউটারাইজেশনসহ আধুনিকায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কোর ব্যাংকিং সলিউশনের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2I প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত হওয়ার পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে অন লাইন ব্যাংকিং চালু করার ফলে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।	
৪.	**সীমিত আকারে বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কার্যক্রম চালুকরণ :** ব্যাংকের প্রধান শাখার মাধ্যমে সীমিত আকারে বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি পাওয়া গেছে। বাংলাদশ ব্যাংক থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন পাওয়ার পর বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হবে।	সীমিত আকারে বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কার্যক্রম চালুকরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সক্রিয় যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	
৫.	**ব্যতিক্রমধর্মী ও অন্যান্য সেবা প্রদান :** প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিদিন গড়ে ২৫০০-৩০০০ জন বিদেশ গমনেচ্ছু পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের নিকট থেকে অতি দ্রুত সময়ে ওয়ানস্টপ সেবার মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন ফি, স্মার্টকার্ড ফি এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট ফি বাবদ টাকা আদায় করছে। এতে করে বিদেশগামী কর্মীদের অতিরিক্ত খরচ ও সময় উভয়ের'ই সাশ্রয় হচ্ছে।	সীমিত আকারে বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কার্যক্রম চালুকরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সক্রিয় যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	অগ্রগতি	মন্তব্য
৬.	**প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা ঃ** ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন এফ এম রেডিও, সরকারি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোতে টক'শো এবং নিজস্ব অর্থায়নে ডকুমেন্টরি তৈরি করে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের একটি সফলতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের কার্যক্রম তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রচার করা সম্ভব হলে ব্যাংকটির কার্যক্রম সম্পর্কে বিদেশগামী কর্মীরা সহজেই অবগত হয়ে সেবা গ্রহণে সক্ষম হবেন।	এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	

৪.৫ বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে অবস্থিত শ্রম উইংসমূহ:

বিদেশে নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, বিদ্যমান শ্রমবাজার সুসংহতকরণ এবং বাংলাদেশী কর্মীদের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে বিশ্বের দেশের ১৪টি দেশে ১৬টি শ্রম উইং-এর পাশাপাশি ২০১৪ সালে আরো ১২টি দেশে ১২টি নতুন শ্রম উইং (ইতালির মিলান, ব্রুনাই, গ্রিস, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, মিসর, স্পেন, জেনেভা, মালদ্বীপ, রাশিয়া, থাইল্যান্ড এবং হংকং) খোলা হয়েছে এবং কর্মকর্তাদের পদায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে মোট ২৫টি দেশে ২৮টি শ্রম উইং চালু করা হয়েছে।

অধ্যায়-৫

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদনের (২০১৪) গ্রাফ

বার্ষিক রেমিটেন্স প্রবাহ (মিলিয়ন ইউএস ডলার)

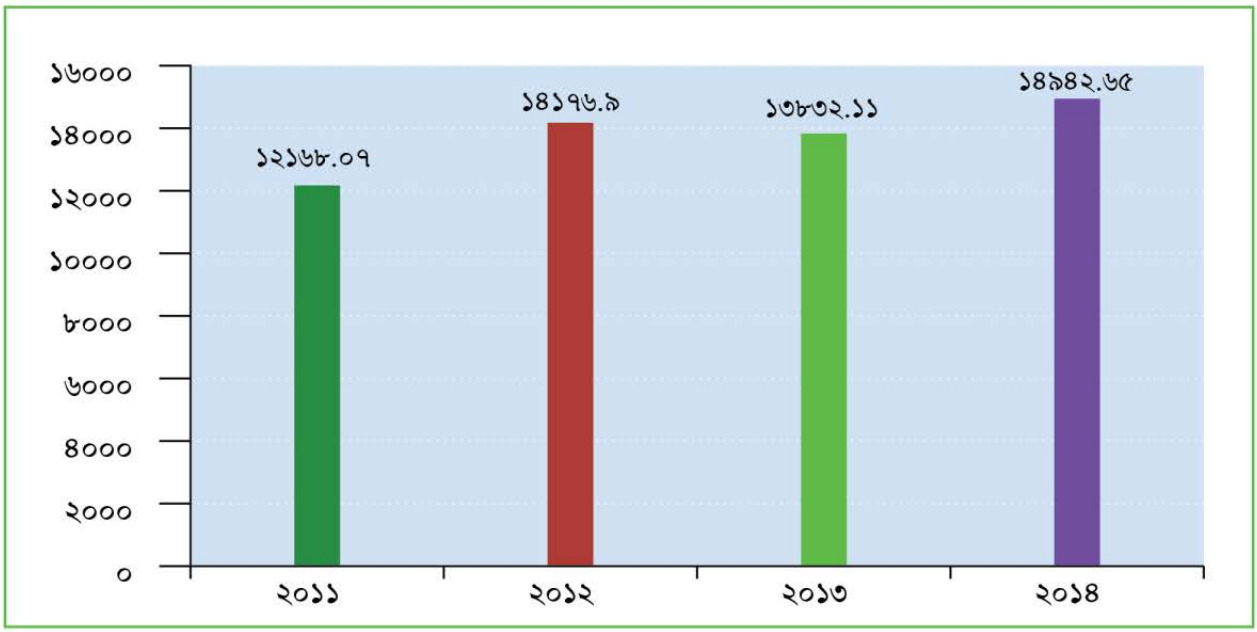

বার্ষিক বৈদেশিক কর্মসংস্থান (সংখ্যা)

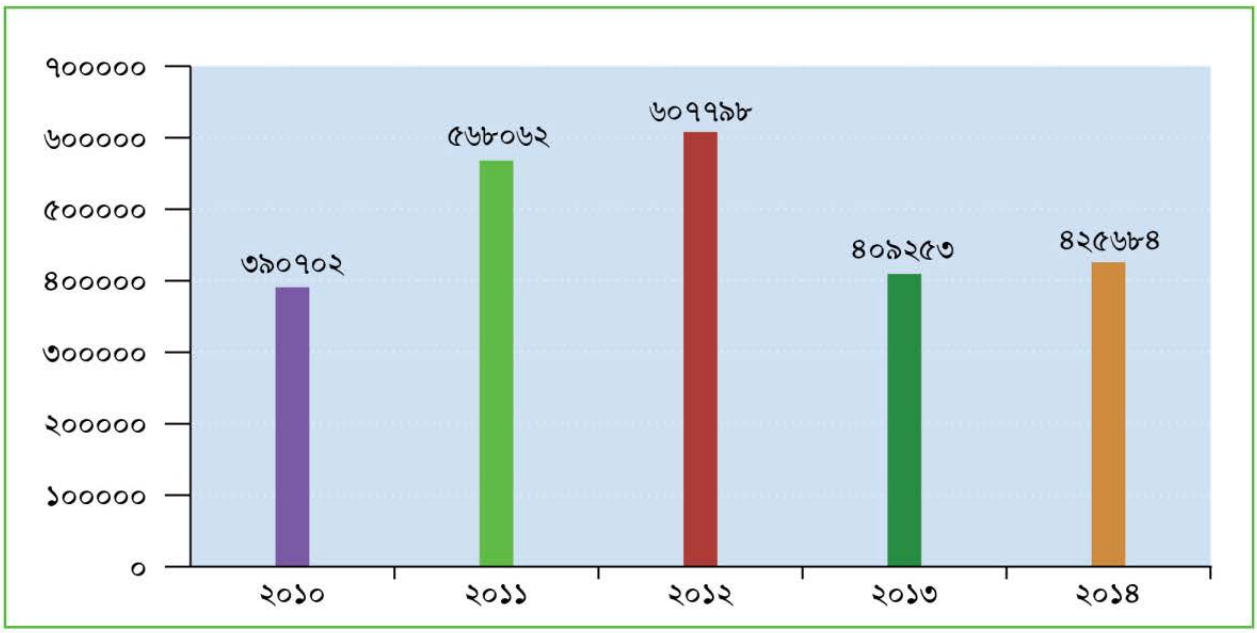

দক্ষতা অনুসারে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের শতকরা হার (২০১০-২০১৪)

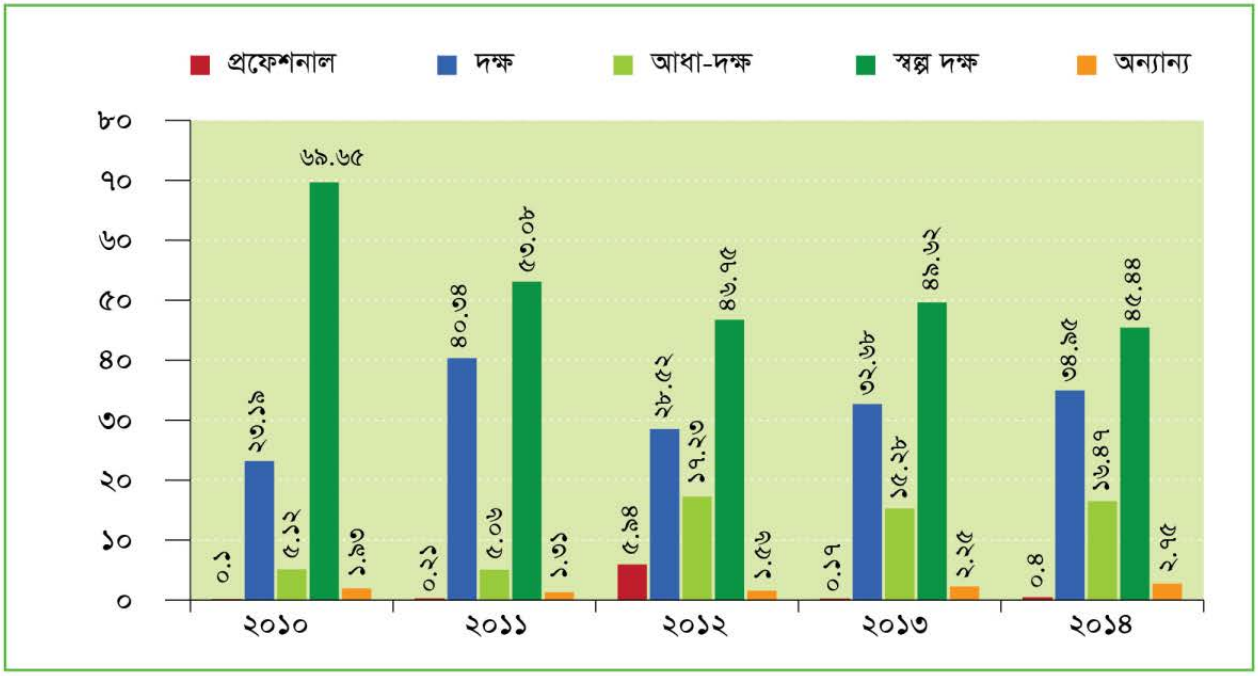

বার্ষিক বৈদেশিক কর্মসংস্থান (সংখ্যা)

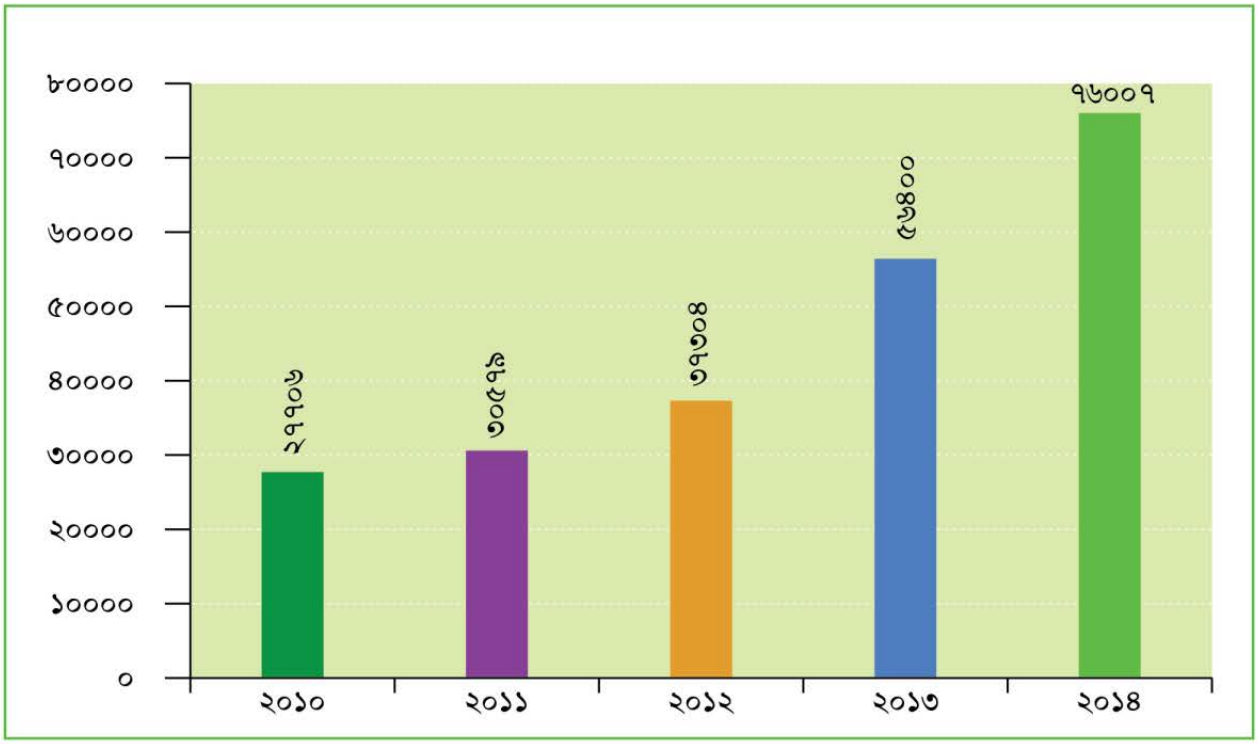

গন্তব্যদেশ অনুসারে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের শতকরা হার (২০১০-২০১৪)

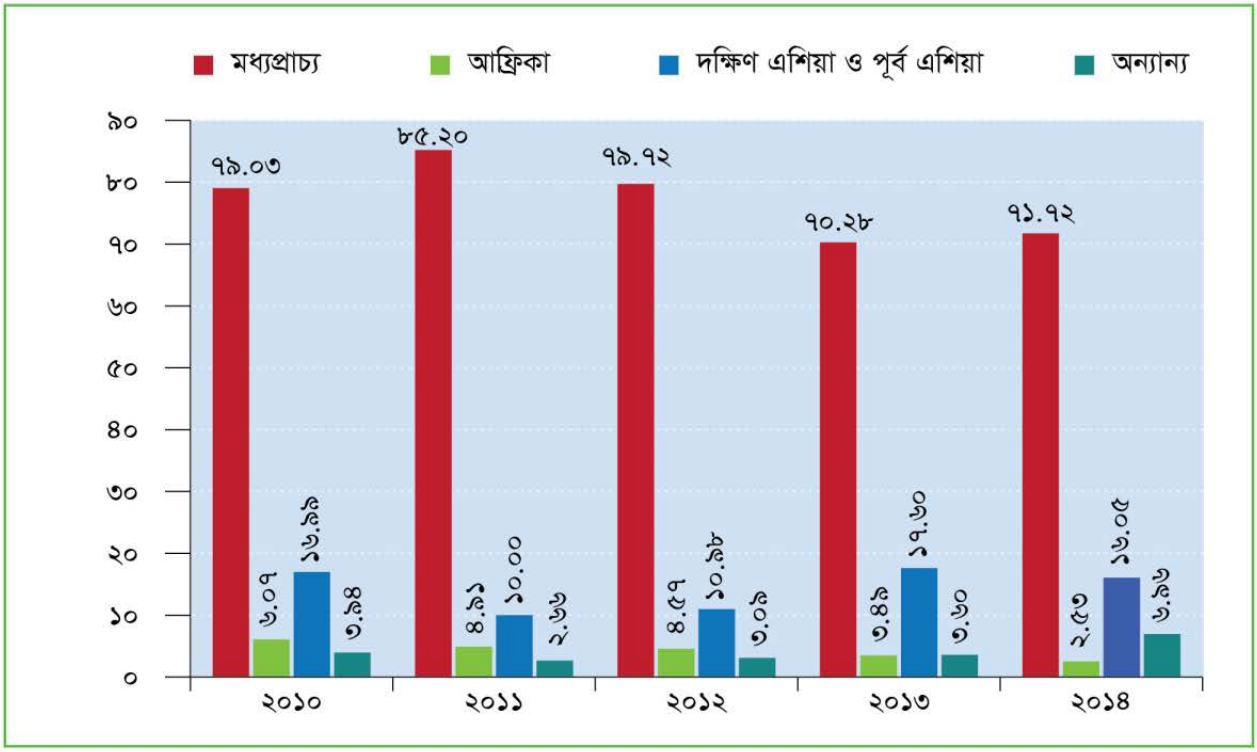

অধ্যায়-৬

উপসংহার

বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান সরকারের বিগত বছরগুলোতে রেমিটেন্স প্রবাহ অতীতের যেকোন সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে গত পাঁচ বছরে গড়ে প্রতি বছর প্রায় ১২ হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিটেন্স এসেছে, যা বিগত চার দলীয় জোট সরকারের সময়ের বছরগুলোতে ছিল মাত্র ৩ হাজার ৬ শত মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ বিগত চারদলীয় জোট সরকারের সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহের তুলনায় বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে রেমিট্যান্স প্রবাহ ২৩৭% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত চারদলীয় জোট সরকারের পাঁচ অর্থ বছরে মোট রেমিটেন্স প্রবাহ ছিল ১৮.৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বর্তমান জোট সরকারের গত পাঁচ অর্থ বছরের মোট রেমিটেন্স প্রবাহ ছিল ৬১.৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত চার দলীয় জোট সরকার থেকে ৪৩.৫৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বেশী।

২০১৪ সালে বিদেশে প্রেরিত কর্মীর সংখ্যা ৪,২৫,৫৪৭ জন এবং অর্জিত রেমিট্যান্স ১৪.৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা জাতীয় অর্থনীতিতে জিডিপির ১১% এর অধিক। এ পরিসংখ্যান থেকে সহজেই অনুমেয় যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের আমলে অভিবাসন খাতের যে ক্রমান্বয়ে উন্নতি ঘটছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও দুরদর্শী দিক-নির্দেশনা এবং এ মন্ত্রণালয়ের ব্যাপক শ্রম কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে ইতোপূর্বে মালয়েশিয়ায় ২ লক্ষ ৬৬ হাজার, সৌদি আরবে প্রায় ৮ লক্ষ অবৈধ বাংলাদেশি কর্মীকে বৈধকরণের আওতায় আনা সম্ভব হয়। অন্যান্য যে সকল দেশে অবৈধভাবে বাংলাদেশি কর্মী বসবাস করছে, তাদেরকেও পর্যায়ক্রমে বৈধকরণের বিষয়ে শ্রম কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

বর্তমান সরকারের সফল শ্রম কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে বিদ্যমান শ্রমবাজার ধরে রাখার পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে নতুন নতুন শ্রমবাজার হিসাবে ইতোমধ্যে হংকং, জর্ডান, মরিশাস, পোল্যান্ড, সুইডেন, বেলারুশ, পাপুয়া নিউগিনি, সিসিলি, আলজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, এ্যাঙ্গোলা, কঙ্গো, তাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, কোরিয়া, রুমানিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, রাশিয়া, সুদান, মালদ্বীপ, থাইল্যান্ডসহ প্রভৃতি দেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে কর্মী প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরকালে বাংলাদেশ থেকে কর্মী প্রেরণের বিষয়ে উভয় দেশের মধ্যে ইতিবাচক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রাথমিক ভাবে ১,০০০ নারী কর্মী গ্রহণের জন্য সম্মত হয়েছে। এছাড়া নারী কর্মী প্রেরণের বিষয়ে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর সাথে সংযুক্ত আরব আমিরাতের লাইসেন্সপ্রাপ্ত 'আমালা কোম্পানি'র একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। পূর্বে বিদেশগামী নারী কর্মীগণ এককভাবে গমন করায় তাদের সকলের তদারকির বিষয়টি সেভাবে নিশ্চিত করা অনেকাংশে আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। কিন্তু উক্ত কোম্পানির মাধ্যমে গমনকারী নারী কর্মীগণের ব্যাংক একাউন্ট-এর মাধ্যমে অধিক বেতন প্রাপ্তি, সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব ও সহজ হবে। আমালা কোম্পানিতে গমনকারী নারী কর্মীগণ হেল্‌থ ইনস্যুরেন্স এবং লাইফ ইনস্যুরেন্স সুবিধা পাবেন এবং উক্ত ইনস্যুরেন্স এর প্রিমিয়াম সংশ্লিষ্ট কোম্পানি বহন করবে।

বর্তমান সরকারের অব্যাহত শ্রম কূটনৈতিক তৎপরতা এবং ২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র সৌদি আরব সফরকালে মহামান্য সৌদি বাদশাহ-এর সাথে তাঁর ব্যক্তিগত আলোচনা এবং সর্বশেষ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল সৌদি আরব সফরের প্রেক্ষিতে ২০০৮ সাল হতে বন্ধ থাকা সৌদি আরবের শ্রমবাজার পুনরায় উন্মুক্ত হয়েছে। শীঘ্রই সৌদি আরবে কর্মী প্রেরণ শুরু হবে। বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশ দূতাবাস ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর প্রয়োজনীয় সহযোগিতায় সরকার শ্রমবাজার সম্প্রসারণে কাজ অব্যাহত রেখেছে।

পূর্ববর্তী জোট সরকারের সময়ে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে ৮১টি পদ সম্বলিত ১৬টি শ্রম উইং চালু ছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিদেশে শ্রমবাজার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের আওতায় ২৩৮টি পদ সম্বলিত ২৩টি নতুন শ্রম উইং সৃজনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব করা হয়। এর মধ্যে ১০১টি পদ সম্বলিত ১২টি নতুন শ্রম উইং সৃজনের অনুমোদন পাওয়া যায়। ফলে বর্তমানে শ্রম উইংয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৮টি; যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শ্রমবাজার সম্প্রসারণের কাজ পরিচালনার জন্য যথেষ্ট নয়। প্রস্তাবিত জনবলসহ সবগুলো শ্রম উইং সৃজন করা সম্ভব হলে বিদেশে শ্রমবাজার অভূতপূর্বভাবে সম্প্রসারণ হবে এবং বাংলাদেশ হতে আরও অধিকহারে কর্মী প্রেরণ করা সম্ভব হবে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের গবেষণা সেল এর মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন শ্রমিক গ্রহণকারী দেশসমূহে শ্রম বাজারের চাহিদা বিশ্লেষণ করে যেসব দেশে কর্মী চাহিদা বেশী রয়েছে সেসব দেশে অধিকহারে বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া অধিকহারে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের বেকারত্ব নিরসনের লক্ষ্যে কর্মী গ্রহণকারী দেশসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে জনশক্তি প্রেরণের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে।

পরিশিষ্ট - ক

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

২০১৪ সালে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নাম, পদবী, টেলিফোন/মোবাইল ও ইন্টারকম নাম্বারের তালিকা :
প্রকবৈকম (৯ম তলা) ফ্যাক্স নং- ৮৩১৩৯১৯, ফ্রন্ট ডেস্ক ইন্টারকম-১৬৮

মন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর
ফ্যাক্স নং-৯৩৪২৭৫৫, E-mail: minister@probashi.gov.bd, www.probashi.gov.bd

নাম ও পদবী	ই-মেইল	টেলিফোন নাম্বার
খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি মাননীয় মন্ত্রী	minister@probashi.gov.bd	ফোনঃ ৯৩৪২৯২৮, (P.O), ইন্টাঃ ১০১
জনাব মুহম্মদ ইব্‌রাহিম মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব	mibrahim@live.com	ফোনঃ ৯৩৪৪৫৮২, ইন্টারকমঃ ১০৮
এডভোকেট সত্যজিত মুখার্জী মাননীয় মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব	stymukherjee@yahoo.com	ফোনঃ ৮৩৩১০৭৭, ইন্টারকমঃ ১০৯
জনাব শহিদুল আলম মজুমদার মাননীয় মন্ত্রীর জনসংযোগ কর্মকর্তা	sa.majumder@yahoo.com	ফোনঃ ৯৩৫৫৭৮১, ইন্টারকমঃ ১১০
জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মাননীয় মন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	mostafizr70@yahoo.com	ফোনঃ ৯৩৪২৯২৮, ইন্টারকমঃ ১৭৩

সচিব মহোদয়ের দপ্তর
ফ্যাক্স নং- ৯৩৩০৭৬৬, E-mail: secretary@probashi.gov.bd, www.probashi.gov.bd

নাম ও পদবী	ই-মেইল	টেলিফোন নাম্বার
জনাব খন্দকার মোঃ ইফতেখার হায়দার সচিব	secretary@probashi.gov.bd	ফোনঃ ৮৩৩৩৬০৪ (P.O), ইন্টাঃ ১০২ ফোনঃ ৯৩৩০৭৬৬ (D/Fax)
জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব (উপসচিব)	adhunikbangladesh@yahoo.com	ফোনঃ ৯৩৪৪৫১০, ইন্টাঃ ১১১
জনাব পুরঞ্জন চক্রবর্তী সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	puron1965@gmail.com	ফোনঃ ৮৩৩৩৬০৪ (P.O), ইন্টাঃ ২২২
জনাব মোঃ ফজলুল করিম সচিব মহোদয়ের কম্পিউটার অপারেটর	karimbdcd@gmail.com	ফোনঃ ৮৩৩৩৬০৪, ইন্টাঃ ২২২

প্রশাসন ও অর্থ

নাম ও পদবী	ই-মেইল	টেলিফোন নাম্বার
জনাব মোঃ হজরত আলী অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)	hazratali1956@gmail.com	ফোনঃ ৯৩৩৯০৯৭, ইন্টারকমঃ ১০৩
জনাব নুর মোহাম্মদ মজুমদার উপসচিব (প্রশাসন)	nur1965@yahoo.com	ফোনঃ ৯৩৪৯৮৩৭, ইন্টারকমঃ ১১২
জনাব সুশান্ত কুমার সরকার উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয় অধিশাখা) কাউন্সিল অফিসার	sus12740000@gmail.com	ফোনঃ ৯৩৪৯২৩০, ইন্টারকমঃ ১১৫
জনাব মোঃ মাসুদ করিম উপসচিব (বাজেট ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল)	karim1967@gmail.com	ফোনঃ ৯৩৪৯২৫৩, ইন্টারকমঃ ১২১
বেগম শোভা শাহনাজ সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন শাখা)	shahnazshova@gmail.com	ফোনঃ ৯৩৪৯৩১৪, ইন্টারকমঃ ১১৭
জনাব মুঃ গোলাম মোস্তফা সহকারী সচিব (সেবা)	mustafa8053801@gmail.com	ফোনঃ ৯৩৫৫১৩৬, ইন্টারকমঃ ১৫৫
জনাব মোঃ রেজাউল করিম হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	rezagoila73@gmail.com	ফোনঃ ৯৩৫৬৯৬৫, ইন্টারকমঃ ১২৪
মনোয়ারা আখতার প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, এজি অফিস		ফোনঃ ৮৩৩১১৪৯

সংস্থা

নাম ও পদবী	ই-মেইল	টেলিফোন নাম্বার
সৈয়দা সাহানা বারী যুগ্ম সচিব (সংস্থা)	syeda_bari@yahoo.com	ফোনঃ ৮৩১১৫৯০, ইন্টারকমঃ ১০৭
জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন উপসচিব (সংস্থা)	adhunikbangladesh@yahoo.com	ফোনঃ ৯৩৪৪৫১০, ইন্টারকমঃ ১১১
জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম সিনিয়র সহকারী সচিব (সংস্থা)	elite074@yahoo.com	ফোনঃ ৯৩৪৯২৪৬, ইন্টারকমঃ ১১৩

কল্যাণ ও মিশন

নাম ও পদবী	ই-মেইল	টেলিফোন নাম্বার
জনাব মোহাম্মদ আজহারুল হক যুগ্মসচিব (কল্যাণ ও মিশন)	azharhuq@gmail.com	ফোনঃ ৯৩৪৯১৫৩, ইন্টারকমঃ ১০৬
জনাব মোঃ বদিয়ার রহমান উপসচিব (কল্যাণ ও মিশন অধিশাখা)	mdbadiards@gmail.com	ফোনঃ ৯৩৪৯৪২১, ইন্টারকমঃ ১১৬
জনাব কালাচাঁদ সরকার সহকারী সচিব (কল্যাণ শাখা)	welfare6@probashi.gov.bd	ফোনঃ ৯৩৫৭১১৮, ইন্টারকমঃ ১৫৭

প্রশিক্ষণ

নাম ও পদবী	ই-মেইল	টেলিফোন নাম্বার
জনাব নারায়ণ চন্দ্র বর্মা যুগ্মসচিব (প্রশিক্ষণ)	narayan_barma@yahoo.com	ফোনঃ ৮৩১১৪৮৬, ইন্টারকমঃ ১০৪
বেগম তাহমিদা আহমদ উপসচিব (প্রশিক্ষণ অধিশাখা)	noumisamin@yahoo.com	ফোনঃ ৮৩১৭০৮৯, ইন্টারকমঃ ১৩৫
বেগম নাহিদ আফরোজ সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশিক্ষণ শাখা)	naf_runa@yahoo.com	ফোনঃ....., ইন্টারকমঃ
বেগম লুবনা সিদ্দিকী সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশিক্ষণ শাখা)	lubna15304@gmail.com	ফোনঃ....., ইন্টারকমঃ

কর্মসংস্থান ও রিক্রুটিং এজেন্সী

নাম ও পদবী	ই-মেইল	টেলিফোন নাম্বার
জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম যুগ্মসচিব (কর্মসংস্থান ও রিক্রুটিং এজেন্সী)	nurulislam1958@yahoo.com	ফোনঃ ৮৩১৬৯৪৫, ইন্টারকমঃ ২১৩
কাজী আবুল কালাম উপসচিব (কর্মসংস্থান-১)	kazibd2004@yahoo.com	ফোনঃ ৯৩৫৭২৮৪, ইন্টারকমঃ ২২০
বেগম বদরুন নাহার উপসচিব (কর্মসংস্থান-২ ও এনফোর্সমেন্ট)	sasshishu@gmail.com	ফোনঃ ৮৩১৫৯৭৩, ইন্টারকমঃ ২১৪
বেগম শারমিনা নাসরিন সিনিয়র সহকারী সচিব (কর্মসংস্থান-১)	sharminanasrin@yahoo.com	ফোনঃ....., ইন্টারকমঃ ৩৩৩
জনাব একেএম মনিরুজ্জামান সিনিয়র সহকারী সচিব (কর্মসংস্থান-২)	monir_du04@yahoo.com	ফোনঃ ....., ইন্টারকমঃ
জনাব মো: রফিকুল করিম সিনিয়র সহকারী সচিব (কর্মসংস্থান-৩)		ফোনঃ ৯৩৫৬৭৩৫, ইন্টারকমঃ

উন্নয়ন ও পরিকল্পনা

নাম ও পদবী	ই-মেইল	টেলিফোন নাম্বার
জনাব মোঃ আবদুর রউফ যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	md.rauf84@gmail.com	ফোনঃ ৮৩১৭৫৫৬, ইন্টারকমঃ ১০৫
সৈয়দা সালমা জাফরিন উপসচিব (উন্নয়ন অধিশাখা)	ssjafreen@yahoo.com	ফোনঃ ৯৩৪৪৫৪৬, ইন্টারকমঃ মোবাঃ ০১৭৪৫-৭০৬৮৬৯ বাসা-৯১৩৭৭১৮
জনাব মোঃ মনছুরুল আলম উপপ্রধান (পরিকল্পনা অধিশাখা)	monsurpd@gmail.com	ফোনঃ ৮৩১৭৯০৬, ইন্টারকমঃ ১৪১
বেগম রাহনুমা সালাম খান সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা-১)	rahnuma.khan@gmail.com	ফোনঃ ৮৩১৭৯৩১, ইন্টারকমঃ ১৪৮
এস.এম. তানভীর সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা-২)	sm_tanvir33@yahoo.com	ফোনঃ ৮৩১৬৭৮৭, ইন্টারকমঃ ....

মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট

নাম ও পদবী	ই-মেইল	টেলিফোন নাম্বার
জনাব মোঃ আকরাম হোসেন যুগ্মসচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট)	akram.hossain.bcs@gmail.com	ফোনঃ ৮৩৩৩৪২০, ইন্টারকমঃ ১৩৭ মোবাঃ ০১৭১১-৩৭৭৩৮৪ বাসা-৮৩৩৩৫৫০
জনাব মোহাম্মদ মুসা উপসচিব (মনিটরিং অধিশাখা)		ফোনঃ ৮৩১৭৯০৯, ইন্টারকমঃ ১৬২ মোবাঃ ০১৭১৩-০৩১৯২২, বাসা-
জনাব খলিল আহমদ উপসচিব (এনফোর্সমেন্ট অধিশাখা)	khalil6665@yahoo.com	ফোনঃ ৯৩৫৬৮৭৬, ইন্টারকমঃ ১৩৮
জনাব টিকেএম মোশফেকুর রহমান সিনিয়র সহকারী সচিব (মনিটরিং শাখা)	munshi0510@yahoo.com	ফোনঃ....., ইন্টারকমঃ
জনাব মোঃ আলমগীর কবির সহকারী সচিব (এনফোর্সমেন্ট শাখা)	makabirce@yahoo.com	ফোনঃ ৮৩১৭৪১৫, ইন্টারকমঃ ১৪৩
জনাব আবদুল মানিক হাওলাদার সহকারী সচিব (মনিটরিং-২)		ফোনঃ ৯৫৬৮৩৭৬, ইন্টারকমঃ

ফটো গ্যালারী

মন্ত্রনালয় পরিদর্শনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র মতবিনিময় সভা ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করছেন ইরাকের মাননীয় শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জনার নাসের আল রুবাইই।

সৌদি আরবের প্রতিনিধি দলের সাথে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশারফ হোসেন, এমপি।

সৌদি আরবের প্রতিনিধিদলের সাথে মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি'র সভাপতিত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সভা।

ইরাকের শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনার নাসের আল রুবাইই এবং মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশারফ হোসেন, এমপি এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি হস্তান্তর।

মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর উপস্থিতিতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশারফ হোসেন, এমপি, বিদেশগামী কর্মীর হাতে অভিবাসন ঋণের চেক প্রদান করছেন।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক সভার সম্মত কার্যবিবরণী স্বাক্ষর করছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং মালয়েশিয়ার মানব সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী।

নির্বাচিত সিআইপিগণের কার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী।

জর্ডানের প্রতিনিধি দলের সাথে যৌথ কমিটির আলোচনা সভা

ওমানের প্রতিনিধিদলের সাথে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদলের আলোচনা সভা।

ওমানের সঙ্গে অনুষ্ঠিত যৌথ কমিটির সভা শেষে সম্মত কার্যবিবরণী স্বাক্ষর

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উদ্‌যাপনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের বৈদ্যুতিক কাজের প্রশিক্ষণ।

বিদেশ গমনেচ্ছু নারী কর্মীদের হাউজ কিপিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের যান্ত্রিক কাজের প্রশিক্ষণ।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এলিফেন্ট রোড, ইস্কাটন, ঢাকা।
Web: www.probashi.gov.bd